# অদৃশ্য হাতের বেড়াজালে ইসলামী আন্দোলন

মোঃ আবুল হাসেম মোল্লা

# অজুহাতের বেড়াজালে ইসলামী আন্দোলন

মোঃ আবুল হাসেম মোল্লা

ভাল বই মানেই সুন্দর সমাজ.....
প্রত্যয় প্রকাশনী

১

www.nagorikpathagar.org

# অজুহাতের বেড়াজালে ইসলামী আন্দোলন

মো: আবুল হাসেম মোল্লা

**প্রকাশক**
মু. আতাউর রহমান সরকার
প্রত্যয় প্রকাশনী, ৬৫ সার্কুলার রোড,
মগবাজার চৌরাস্তা (৪র্থ তলা), ঢাকা।

**প্রকাশকাল**
প্রথম প্রকাশ: মে, ২০১০
প্রথম সংস্করণ: জুন, ২০১২

**গ্রন্থস্বত্ব**
লেখক কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

**মুদ্রণ**
দিগন্ত প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

**কভার ডিজাইন**
রিগ্যাল ডিজাইন
আজাদ সেন্টার, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
০১৯২০০৮৩০১৩

**ইলাস্ট্রেশন**
আরিফ চৌধুরী

মূল্য: ৪০ টাকা মাত্র



www.nagorikpathagar.org

# লেখকের কথা

কৃতজ্ঞতা আদায় করছি একমাত্র সেই আল্লাহ তায়ালার যিনি বইটি প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আর তিনিই বলেছেন- لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ-

"যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দিব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও-নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (ইবরাহীম, ১৪ঃ০৭)।

দুরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি, যার অমীয় বাণী ঃ بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً- " একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর" আমাদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর। যুগে যুগে যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ত্যাগ তিতীক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাদের জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করছি, যাদের ব্যাপারে স্বয়ং কুরআনের ঘোষণা وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ-

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে বিক্রি করে দেয়।" (বাকারা, ০২ঃ২০৭)।

ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা আল্লাহ তায়ালার একান্ত রহমতেই সম্ভব। কিন্তু জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গোঁড়ামী, হেয়ালিপনা, অবহেলা আর যুক্তির বাহানায় আন্দোলনের পথ থেকে দূরে ছিলাম, যা আজও মনকে অনেক পীড়া দেয়। আজ প্রাণ ভরে দোয়া করি হারুন ভাইয়ের জন্য, যার অদম্য চেষ্টার কারণেই ইসলামী আন্দোলনে যৎসামান্য ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইখলাসের সাথে কাজ, আর সময় কাজে লাগানোর ব্যাপারে হাফেজ ওমর ফারুক ভাইয়ের অকৃত্রিম পরামর্শ আজও মনকে ভাবিয়ে তোলে।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা- মাতার নিকট খুবই ঋণী, যাঁরা ছোটবেলা থেকেই ইসলামী আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে জোর তাকিদ দিয়ে আসছিলেন। আমার পিতৃতুল্য শিক্ষক বৃন্দের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে জামেয়ার সর্ব জনাব- মাহমুদুল হাসান আল মাদানী, কাজী মুহাম্মদ ইবরাহীম, মাওলানা নাজমুল ইসলাম এবং মাওলানা খোরশেদ আলম হুজুরের প্রতি, যাঁরা সর্বদাই কুরআন



www.nagorikpathagar.org

হাদিস ভিত্তিক কথা বলার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করুন। আমীন।

যে দুর্বল খোঁড়া যুক্তির অজুহাতে ব্যক্তিগত ভাবে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থান করেছিলাম, দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে আরও অনেকের মাঝেই যুক্তিগুলো উত্থাপিত হতে দেখে চিন্তা করতে শুরু করেছি। আর সেই চিন্তা থেকেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। তা শুনে আমাকে যারা উৎসাহ দিয়েছেন, তাদের মাঝে মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া ভাই অন্যতম। আর শান্ত শিষ্ট কবি বিলাল হোসাইন নূরী ভাইকে তো প্রায়ই জ্বালাতন করেছি, তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া আরও আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আব্দুল মান্নান মোল্লা সহ বিভিন্ন ভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন, তারিক মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ, আবু সালেহ মুহাম্মদ ইমরান, শহীদুল ইসলাম, খলিল উল্লাহসহ আরও অনেক ভাই-যাদের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। আর বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাসদীক আল ইসলাম ফয়সাল ভাই অর্থনৈতিক ভাবে যে সহযোগিতা করেছেন, তাতো না বললেই নয়।

খুব বেশী সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ না করে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় মূল বিষয়টি উপস্থাপন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়াটা অমূলক নয়, কারণ মানুষ ভুল করে সেটাই নির্ভুল কথা। তাই পাঠক সমাজের উদার হৃদয়ের মধ্যমণিতে আমার উন্মুক্ত আবেদন, "মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ" এই ভিত্তিতে ভুল গুলো ধরিয়ে দিলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ! এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠক যদি ইসলামী আন্দোলনে জীবন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত দেন, তবেই আমার শ্রম স্বার্থক বলে মনে করব।

মহান আল্লাহ তায়ালা এই বইকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। আমীন ॥



www.nagorikpathagar.org

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, প্রথম প্রকাশের দুই বছর পর বইটি পুনরায় প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। "ইসলামী আন্দোলন না করার কতিপয় যুক্তি বনাম তার জবাব" বইয়েরই নতুন নাম হলো "অজুহাতের বেড়াজালে ইসলামী আন্দোলন"। 'শিরোনাম বড় হয়েছে, সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হয়' অনেক পাঠকের এমন পরামর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই নাম পরিবতর্নের এই প্রয়াস। ভিতরের বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকলেও দৃশ্যপটে ভেসে আসা ভুলগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও পাঠকবৃন্দ কোন ভুল ধরিয়ে দিলে তা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

কেউ আগ্রহী হলে যাতে সহজেই খুঁজে বের করতে পারেন সেজন্য কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে সূরার নম্বরও যোগ করে দেয়া হয়েছে। যেমনঃ (যারিয়াত, ৫১:৫৬) অর্থ্যাৎ ৫১ নং সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াত।

'ইসলামী আন্দোলনের পরিচয়' শিরোনামের কিছু অংশ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর লিখিত "ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন" বই থেকে কোড করা হয়েছে। প্রথম প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে তার স্বীকৃতি দিতে না পারার শুণ্যতা এবার পূর্ণ হওয়ায় স্বস্তিবোধ করছি।

লেখার মান যাই হোক না কেন, তবে প্রথম প্রকাশের চাইতে সাজানো-গোছানো, ছাপা ইত্যাদি আরো বেশী মানসম্পন্ন করার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন অনেকেই। এক্ষেত্রে ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল জাব্বার, সাহিত্য সম্পাদক নিজামুল হক নাঈম, প্রকাশনা সম্পাদক আতাউর রহমান বাচ্চু, কলেজ কার্যক্রম সম্পাদক মাসুদুল ইসলাম বুলবুল ভাইদের অনুপ্রেরণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর প্রত্যয় প্রকাশনীর স্বত্তাধিকারী সাবেক ছাত্রনেতা মু.আতাউর রহমান সরকার ভাই প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, আমার শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে যে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেন তাতো আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করুন, আমীন॥

15.06.12

মোঃ আবুল হাসেম মোল্লা
ahmollaics@gmail.com
জুন, ২০১০



www.nagorikpathagar.org

# প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এর অনুপম সৌন্দর্যের স্বাদ অবগাহন করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে, পরিপূর্ণরুপে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। কোন ধরনের চেষ্টা, সংগ্রাম, আন্দোলন ছাড়াই ইসলাম সয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, এমনটি ভাবাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রয়োজন ইসলামী আন্দোলন তথা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর আপোষহীন সংগ্রাম। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন সেই মহান দায়িত্ব পালন করেছেন অকুণ্ঠভাবে। কিন্তু আজ আমাদের সমাজে এমন গুরত্বপূর্ণ কাজ অজুহাত আর যুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। নবীন লেখক আবুল হাসেম মোল্লা "অজুহাতের বেড়াজালে ইসলামী আন্দোলন" বইতে তারই জবাব দিয়েছেন, কুরআন-হাদীসের বলিষ্ঠ উপস্থাপনার মাধ্যমে। যুক্তি পেশ আর উদাহরণের সমন্বয়ও ঘটেছে এতে। আশা করি পাঠকের হৃদয়ে মৃদু দোলা দেবে পুস্তিকাটি। এর মাধ্যমে কর্মীগণ ইসলামী আন্দোলনের ন্যায় এই মহান কাজের যৌক্তিকতা যেমন উপলব্ধি করতে পারবেন, তেমন অজুহাত পেশকারীর অসারতাও আঁচ করতে পারবেন সাবলীলভাবে। আমরা বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি।

বইটি নির্ভুল করার চেষ্টা ও আন্তরিকতার ঘাটতি ছিলনা। কিন্তু 'মানুষ মাত্রই ভুল' এই চিরন্তন বাস্তবতার ফ্রেমে আমরা বন্দী। তাছাড়া দ্রুততার সাথে বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে ভুল থেকে যেতে পারে। তাই বিদগ্ধ পাঠক ভুল ধরিয়ে দিলে ভবিষ্যতে সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল কর্মতৎপরতাকে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। আমীন ॥

১৫.৬.১২

মু.আতাউর রহমান সরকার
ataur.sarker@gmail.com



www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় তাকে। অগণিত সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কেন শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন? নিঃসন্দেহে এর পেছনে এক কঠিন বাস্তবতাও নিহিত রয়েছে। যে মানুষ আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখার বেড়ীকে গর্দানে পরিয়ে স্বার্থক করে তুলতে পারে তার আশরাফুল মাখলুকাত মর্যাদার যথার্থতা, তেমনি তার স্বেচ্ছাচারিতার অহংকারে মত্ত হয়ে সে তলিয়ে যেতে পারে নীচতা আর হীনতার অতল গহ্বরে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাণী সেই দিকেই অংগুলি নির্দেশ করে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الانْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ- ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ-

"আমরা সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দর অবয়বে, তারপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে"। (ত্বীন, ৯৫: ৪, ৫)

কিন্তু! কী সেই দায়িত্ব? যার মাধ্যমে মানুষ তার উচ্চ মর্যাদার উন্নত মার্গে পৌছতে পারে? মানুষ হিসেবে তার মনুষত্বের হক যথাযথ আদায় করতে পারে? আর্ত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করে সে নিজেকে রাঙ্গিয়ে তুলতে পারে খোদার রঙ্গে। তার জীবন হয়ে উঠে আলোকোজ্জল, আর দিশেহারা মানুষের জন্য হয় সে মুক্তির দিশারী। সে বিশাল এক দায়িত্ব। কোরআনের বাণী ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالانْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ-

"আমি জ্বীন এবং মানুষকে আমার ইবাদাত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।" (যারিয়াত, ৫১:৫৬)

ইবাদাত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই। অন্য কারো সুচাগ্র সমান অধিকার নেই ইবাদাত প্রাপ্তির।

**কোরআনের বাণী:** وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ-

"আর তোমার রব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন একমাত্র তোমার রবেরই ইবাদাত করতে হবে।" (বনী ইসরাঈল,১৭:২২)



www.nagorikpathagar.org

وَمَا اُمِيْرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে।" (বাইয়্যিনাহ, ৯৮:০৫)

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন কে তার ইবাদাত করে আর কেই বা কুফরী করে তা যাচাই করার জন্য। কোরআনের বাণী:

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً-

"তিনি তোমাদের মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করে নিতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে ভালো কাজ করে।" (মুলক, ৬৭:০২)

এই ইবাদাত জীবনের নির্দিষ্ট কোন একটি অংশে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর ব্যাপ্তি ব্যাপক। জীবনের যত ইবাদাত বান্দেগী উৎসর্গ, দান, সদকা, নামাজ, রোজা, হাজ্জ যাকাত সর্বোপরি সবকিছুই হতে হবে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য।

**কোরআনের বাণী:**

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

"বল আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বজগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য।" (আনআম, ০৬:১৬২)

এই গোলামীর জিঞ্জির থেকে বের হয়ে মানুষকে দাম্ভিকতার সুযোগ দেয়া হয়নি। তাকে বল্গাহীন স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হয়নি অথবা না তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অযথা বা অন্ধভাবে। বরং সে মহান রবের জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাড়াতে বাধ্য।

**কোরআনের বাণী:**

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ-

"তোমরা কি মনে করেছ যে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি অথচ তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফেরত আসতে হবে না?" (মুমিনুন, ২৩:১১৫)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً-

"হে আমাদের প্রভু ! তুমি এগুলো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি কর নি" (আলে ইমরান, ০৩:১৯১)



www.nagorikpathagar.org

সুতরাং প্রমাণিত হলো, মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের আলোকে জীবন পরিচালিত করে তার জীবনকে সুশৃংখল করে তুলবে সেটাই মহান রবের উদ্দেশ্য। নিজেকে সে উপস্থাপিত করবে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হিসেবে। গোটা বিশ্ব মানবতা তার কাছে শুনবে শান্তির জয়গান, অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে হবে সে বজ্র কঠোর। কিন্তু ইবাদাত বা আল্লাহর দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করে সে যদি স্বাধীন চলতে চায়, তবে হবে সে অহংকারী, জাহান্নামের ঈন্ধন। এতে মহান আল্লাহ তায়ালার রাজত্বের এতটুকু কেশও নড়বে না।

**কোরআনের বাণী:**

وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ-

"আর মূসা (আঃ) বলল (স্বজাতিকে লক্ষ্য করে) তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার কুফরী কর এবং পৃথিবীর অন্য সবকিছুও তারপরও আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও স্ব-প্রশংসিত" (ইবরাহীম, ১৪:০৮)

মানুষ যদি আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত বা দাসত্বই না করে তাহলে ব্যক্তি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করে। যে কোন জিনিসের উদ্দেশ্য যত মজবুত হয় তার কর্মও তত সুনিপুণ হয়। মানুষ যদি তার আপন উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে তাহলে তার থেকে শান্তি শৃংখলার আশা করা বাতুলতা মাত্র। সে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবল বাত্যায় পরিবেষ্টিত হয়ে পশুর চেয়েও অধম হয়। কারণ তার কোন উদ্দেশ্য নেই। যেমন একটি কলমের উদ্দেশ্য হলো তার মাধ্যমে লেখক তার লেখা কার্য সম্পাদন করবে, কিন্তু যখন ছোট্ট একটি নিব না থাকে কেউই তা ব্যবহার করবে না, কারণ তার উদ্দেশ্য পন্ড। একটি ফ্যানের উদ্দেশ্য থাকে প্রচন্ড গরমের মাঝে তা পরিবেশকে শীতল করবে, কিন্তু যে ফ্যান বাতাস দিতে অক্ষম তা ব্যবহার করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। অনুরূপ মানুষ তার আপন মর্যাদাকে বুলন্দ করতে হলে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদাত বা দাসত্বের গন্ডী থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই। তাই আমরা এখন ইবাদাতের তাৎপর্যের আলোকে আমাদের স্ব স্ব অবস্থান পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করব, কারণ আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ ইবাদাত করতে পারলেই আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত হয়ে চির সুখের জান্নাতের মেহমান হতে পারব।



www.nagorikpathagar.org

**ইবাদাতের তাৎপর্য:**

আভিধানিক অর্থ اَلْعِبَادَةُ غَايَةُ التَّذَلُّلِ "ইবাদাতের অর্থ হলো নিজেকে অত্যন্ত হেয় ও হীন মনে করা এবং আত্মসমর্পণ করা।"

اَلْعِبَادَةُ الطَّاعَةُ لِسَانُ الْعَرَبِ

"ইবাদাতের অর্থ আনুগত্য" عَبَّدَ اللهَ عِبَادَةً تَالَهَ لَهُ لِسَانُ الْعَرَبِ

"সে আল্লাহর ইবাদাত করল। এর অর্থ সে আল্লাহর স্তবস্তুতি পূজা অর্চনা করল।"

এ ব্যাখ্যা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, (আব্দ) ধাতুর মৌলিক অর্থ হচ্ছে কারো কতৃত্ব প্রাধান্য স্বীকার করে তার মোকাবিলায় আজাদী, স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করা, উদ্ধত্য, অবাধ্যতা ত্যাগ করা, তার জন্য অনুগত হয়ে যাওয়া। গোলামী বন্দেগীর মূল কথাও এটাই। সুতরাং এ শব্দ থেকে প্রাথমিক যে ধারণাটি একজন আরবের মনে উদয় হয়, তা হচ্ছে গোলামী বন্দেগীর ধারণা। গোলামের আসল কাজ যেহেতু আপন মুনিবের আনুগত্য আদেশানুবর্তিতা; তাই কার্যত এ থেকে আনুগত্যের ধারণা সৃষ্টি হয়।

কোরআন যেমন মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ইবাদাত বলে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই তার জন্মগত অবস্থাও শুধু আল্লাহর গোলাম, দাস হিসেবেই নির্ধারিত হয়। কোরআনের পাতায় পাতায় একটা সর্বস্বীকৃত ও সুস্পষ্ট সত্য হিসেবে বারবার বলা হয়েছে যে, মানুষের পজিশন বা স্থান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজন আবদ বা দাসের। দাসত্বের সীমানা পেরিয়ে সে কোথায় যাবে? তাও তো আল্লাহর সীমারেখার ভিতরেই। কোরআনের বাণী:

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ-

"হে জ্বীন ও মানুষের দল, তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমন্ডলের সীমানা লংঘন করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হও তবে পালিয়ে গিয়ে দেখাও। কিছুতেই পালাতে পারবে না, তার সীমারেখার বাহিরে।" (আর রাহমান, ৫৫:৩৩)

যেহেতু আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সীমারেখার মধ্যেই অবস্থান করতে হবে সেহেতু আমাদেরকে তাঁর গোলামীর বাহিরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালার উপর প্রভাব বিস্তার কারী শক্তি কল্পনা করা, তাও কল্পনার ব্যাপার।



www.nagorikpathagar.org

এবার চিন্তা করুন আবদ বা গোলামের বাস্তব জীবন কী হয়? এক ব্যক্তি যখন কোন গোলাম খরিদ করে, তখন সে তার চব্বিশ ঘন্টারই গোলাম হয়। সে তার মনিবের ইশারা ইংগিতে যা কিছু করে তার সবটুকুই গোলামী এবং বন্দেগীর কাজ বলা হয়। অথচ এ মনিব তার প্রকৃত প্রভু ও মনিব নয়। সে তার যে জিনিসটুকু খরিদ করে তা হচ্ছে তার শক্তি, গোটা অস্তিত্ব নয়। কিন্তু মানুষ আল্লাহর সেই গোলাম যার এক একটি অংগ প্রত্যঙ্গেরও তিনি মালিক। মানুষ তাঁর পরিপূর্ণ মালিকানাধীন এবং জন্মগত গোলাম। একজন ঈমান ও ইসলাম গ্রহণকারী মানুষ আল্লাহর শুধু জন্মগত গোলামই নয়, বরং স্বীকৃতি দানকারী গোলামও। কোরআনুল কারীম এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেঃ

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন তার বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।" (আত-তাওবাহ, ০৯:১১১)

অতএব একজন মুসলমান আল্লাহর এমন গোলাম যার শুধু কর্মক্ষমতাই নয়, বরঞ্চ তার সবকিছুই আল্লাহর। সে তাঁর পয়দা করা এবং খরিদ করাও। এ বেচা কেনার ব্যাপারটাও বান্দার স্বাধীন মরযী মুতাবেকই হয়েছে। এমন জন্মগত গোলাম এবং নিজের গোটা অস্তিত্ব বিক্রয়কারী এমন পরিপূর্ণ গোলাম তার মনিবের আনুগত্যের জন্যে যা কিছুই করবে তার কোন অংশও তার গোলামী সুলভ স্থান থেকে পৃথক ও সম্পর্কহীন কী করে হতে পারে? গোলামী ব্যতীত তার আর কোন অবস্থানই যখন নেই, তখন অনিবার্য রূপে এক একটি ক্রিয়া গোলামী এবং ইবাদাতের ক্রিয়াই হবে। এমনকি যদি সে পানাহার, নিদ্রা ও জাগরণের কাজ তার আপন প্রভুর নির্দেশে করে যেমন তার করা উচিত, তাহলে তার এসব কাজ ইবাদাতের কাজ বলেই গণ্য হবে।

**ইবাদাতের পর্যালোচনাঃ**

ইবাদাতের তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর এবার আমাদের ব্যক্তিগত ইবাদাতের দায়িত্ব কতটুকু পালন করা হচ্ছে তার পর্যালোচনা করা আবশ্যক। ইবাদাত কোন সংকীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ নয়। বরং আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে যতগুলো শাখা প্রশাখার মুখোমুখি হই হোক তা ব্যক্তিগত, কিংবা সামাজিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক,



www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, আইন, আদালত, ফৌজদারী, আমানতদারিতা, দান-সদকা, তাহযীব-তমুদ্দন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, সবই ইবাদাত হিসেবে পরিগণিত হবে যদি হয় তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এর সুনির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতিতে। আর এইসব নিয়ম পদ্ধতি চিত্রিত হয়েছে কোরআন ও হাদীসের পাতায় পাতায়। নিম্নে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের ইবাদাতের হক কতটুকু আদায় হচ্ছে, তা আলোচনা করা হল-

**(১) কোরআনের বাণী:** وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ-

"আর তোমার রব ফায়সালা করেছেন তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত বন্দেগী করবে।" (বনী ইসরাঈল, ১৭:২২)

**মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এই আয়াতের আনুগত্য অবশ্যই আমাদেরকে করতে হবে কারণ আমরা তার গোলাম। কিন্তু প্রশ্ন! আমরা কি শুধুমাত্র তারই গোলামী করি?**

**শুধুমাত্র কি তারই আনুগত্য করি? না আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির আলোকে জীবন পরিচালনা করি? আমরা কি খোদাদ্রোহী শক্তির ইবাদাতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি? না! বরং আমরা মানব রচিত মতবাদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ।**

**(২) কোরআনের বাণী:** اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ-

"মনে রেখো সৃষ্টি যেমন তাঁর হুকুম শাসন করার অধিকারও তার।" (আ-রাফ, ০৭:৫৪)

একথা অনস্বীকার্য সত্য যে, সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়ালার একচ্ছত্র অধিকার। কিন্তু আমাদের সমাজে কি আল্লাহ তায়ালার শাসন ব্যবস্থা বর্তমান? আমার আপনার দ্বারা কি এই আয়াতের ইবাদাত হয়?

**(৩) কোরআনের বাণী:** اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ-

**"হুকুম শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।" (ইউসুফ, ১২:৩৯)**

**বাস্তবে আমাদের দেশে তা কি বিদ্যমান? বরং সমাজে যারা আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠা করে এই আয়াতের হক আদায় করতে চায়, উল্টো তাদেরই হতে হয় লাঞ্ছনার শিকার।**



www.nagorikpathagar.org

**(৪) কোরআনের বাণীঃ**

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ-

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।" (মায়েদা, ০৫:৪৪)

**(৫) কোরআনের বাণীঃ**

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়সালা করে না, তারাই যালিম।" (মায়েদা, ০৫:৪৫)

**(৬) কোরআনের বাণীঃ**

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়সালা করে না, তারাই ফাসেক।" (মায়েদা, ০৫:৪৭)

আল্লাহ তায়ালার নাযিল করা বিধানানুযায়ী কি আমাদের যাবতীয় বিষয় ফায়সালা হয়? উপরোক্ত আয়াতগুলোর বাস্তবায়ন করতে কি আমরা বাধ্য নই? মুসলিম হিসেবে তো আমাদের জন্য তা সম্পূর্ণ বেমানান যে, আমরা আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফায়সালা করব? এটা তো কাফের, জালেম, ফাসেকদের কাজ। আমরা মুসলিম হওয়ার পরও কেন এই করুণ দশা! মুসলিমের দায়িত্ব পুরোপুরি আঞ্জাম দিতে আল্লাহর বিধানানুযায়ী ফায়সালা করা ব্যতীত আমাদের জন্য বিকল্প কোন রাস্তা নেই।

**(৭) কোরআনের বাণীঃ**

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (আহযাব, ৩৩:২১)

উপরোক্ত আয়াতের বাস্তবায়ন করাও আমাদের জন্য ফরজ। কিন্তু আমরা কি আমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবনে রাসূল (সঃ) এর আদর্শ অনুসরণ করি। আমরা তো কালমার্কস, লেলিনের আদর্শের কথা বলে নিজেদের বক্তৃতার মঞ্চ কাঁপিয়ে থাকি। কিংবা শহীদ



www.nagorikpathagar.org

জিয়া বা শেখ মুজিবের আদর্শের কথা বলে নিজেকে ধন্য মনে করি? তা কি ইসলাম সম্মত? তা কি সরাসরি কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ নয়? না কি দাম্ভিকতার সাথে বলতে পারব, রাসূল (সঃ) থেকেও শ্রেষ্ঠ কোন আদর্শ হতে পারে? নাউযুবিল্লাহ! যার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ-

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত" (কলাম, ৬৮:০৫)

উন্মুক্ত বিবেকের কাছে একবার প্রশ্ন করি; আসলে কি এই আয়াতের ইবাদাত আমরা করছি?

**(৮) কোরআনের বাণী:**

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا-

"রাসূল (সঃ) তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।" (হাশর, ৫৯:০৭)

রাসূল (সঃ) আমাদের জন্য গোটা ইসলামকে পেশ করেছেন, জগতের এমন কোন কল্যাণকর কাজ নেই যা রাসূল (সঃ) আমাদেরকে বলেন নি। সুদ, ঘুষ, দূর্নীতি, খোদাদ্রোহী কাজ বর্জন করতে বলেছেন তা কি আমরা বর্জন করি?

বিবেককে আবার প্রশ্ন করুন; আমরা তো আল্লাহর গোলাম, এই আয়াতের গোলামী কি হচ্ছে আমাদের দ্বারা? নাকি গোলামী দাবী করছি একদিকে আর অন্য দিকে নিজেকে প্রমাণ করছি বিদ্রোহী হিসেবে ?

**(৯) কোরআনের বাণী:**

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (আলে ইমরান, ০৩:৮৫)

আমাদের জীবন ব্যবস্থা কি ইসলামের আলোকে পরিচালিত হয়?

**(১০) কোরআনের বাণী:** اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا-



www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।" (বাকারাহ, ০২:২৭৫)

উপরোক্ত আয়াতের ইবাদাতও আমাদেরকে করতে হবে। আমাদের প্রচলিত জীবন ব্যবস্থায় কি সুদ হারাম? বরং তা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। মনে হয় তা সম্পূর্ণ হালাল! নাউযুবিল্লাহ, রাসূল (সঃ) বলেছেন,

اِنَّ الرِّبوا سَبْعُوْنَ جُزْءًا وَاَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ-

"সুদের রয়েছে সত্তর প্রকারের গুণাহ, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুণাহ আপন মায়ের সাথে ঝিনায় লিপ্ত হওয়া।"

ভেবে দেখুন; আমরা এই আয়াতের ইবাদাত করছি কি না?

**(১১) কোরআনের বাণী:**

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِىْ الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُ الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْاعَنِ الْمُنْكَرِ-

"তারা এমন যাদেরকে আমি জমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" (হাজ্জ, ২২:৪১)

আমাদের সমাজের শাসক বৃন্দ কি নামাজ কায়েম করে? অন্যায় কাজে কি বাধা দেয়? তা তো অসম্ভব! কারণ তারাই তো যাবতীয় অপকর্মের হোতা। যাকাত আদায়ের কি ব্যবস্থা করে? বিপরীতে তারাই তো সুদের ডিক্রী জারি করে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত কোরআনের আরো একটি আয়াত মজলুম হিসেবে আত্মপরিচয় লাভ করল।

**(১২) কোরআনের বাণী:** اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

"আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।" (ফাতিহা, ০১:০৪)

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে কতবারই না তাঁর ইবাদাতের স্বীকৃতি দেই, আবার সে নামাজ শেষ করেই আমরা ইসলাম বহির্ভূত শ্লোগানে নিজেদের কণ্ঠ উচ্চকিত করি।



www.nagorikpathagar.org

এটা কি আল্লাহর ইবাদাতের নিদর্শন নাকি তাগুতী শক্তির পদলেহন? প্রকারান্তরে তা আত্ম প্রবঞ্চনারই নামান্তর।

**(১৩) কোরআনের বাণীঃ**

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-

"তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। (আস সফ, ৬১:০৯)

আমাদের বর্তমান সমাজে দ্বীন বিজয়ী নেই, বরং দ্বীনকে পরাজিত করে মানব কল্পিত বস্তা পচাঁ মতাদর্শকে কিভাবে বিজয়ী করা যায় তার জন্যই যতসব প্রতিযোগীতা আর নির্লজ্জ আয়োজন। এসব কারা করছে? আমরা যারা নিজেদের মুসলিম পরিচয়ে আত্মগৌরব করি তারাই? এটা কি রাসূল (সঃ) এর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল? রাসূল (সঃ) এর অবর্তমানে আল্লাহর দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করাই তো আমাদের কাজ। আল্লাহ বলেছেনঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ-

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য কর। (মুহাম্মদ, ৪৭:৩৩)

**(১৪) কোরআনের বাণীঃ**

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَاَنْذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ-

হে কম্বলাবৃত! জেগে উঠ, সাবধান কর এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (মুদ্দাচ্ছির, ৭৪:১,২,৩)

জীবনের প্রতিটি অঙ্গন থেকে কি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়? আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীতে অন্যের বিধান কি কখনও প্রাধান্য পায় না? বরং তা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার।

**(১৫) কোরআনের বাণীঃ**

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ-



www.nagorikpathagar.org

"আপনি কি দেখেন নি যারা নিজেদের ঈমানদার দাবী করে আপনার প্রতি প্রেরিত কিতাব ও আপনার পূর্ববর্তীগণের প্রতি প্রেরিত কিতাবের উপর অথচ তারা তাগুতী ফায়সালা আকাংখা করে।" (নিসা, ০৪:৬০)

তাগুত মানে সীমালংঘনকারী। সে নিজে আল্লাহ তায়ালার বিধান মানে না এবং অন্যকেও আল্লাহর বিধান মানতে বাধা দান করে।

**(১৬) কোরআনের বাণীঃ**

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا
أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ-

"কোন মুমিন পুরুষ অথবা মুমিন নারীর জন্য এটা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ এবং তার রাসূল (সঃ) কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার পরে তার আবার স্বাধীনতা থাকবে।" (আহযাব, ৩৩:৩৬)

আমরা ঈমানদার পুরুষ বা নারী। আমরা তো আল্লাহ্ এবং তার রাসূল (সঃ) এর সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করি। এটাই কি আল্লাহর ইবাদাতের যথার্থতা?

**(১৭) কোরআনের বাণীঃ**

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" (নিসা, ০৪:৬৫)

রাসূল (সঃ) এর আনীত বিচার ফায়সালার আলোকে আমাদের বিচার ব্যবস্থা কি পরিচালিত হয়? এই আয়াতের ইবাদাতের দায়বদ্ধতা থেকে আমরা কি মুক্ত?

**(১৮) কোরআনের বাণীঃ**

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ
الْجَنَّةَ-



www.nagorikpathagar.org

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। (তাওবাহ, ০৯:১১)

সত্যিই আমরা আল্লাহর নিকট জান মাল বিক্রি করেছি? যদি করেই থাকি বিক্রিত বস্তুর উপর আমাদের অধিকার থাকে কি করে? হ্যাঁ আল্লাহ তায়ালা আমাদেরই কাছে আমাদের জান মাল আমানত রেখেছেন। কিন্তু তা খেয়ানত হচ্ছে না তো?

**(১৯) কোরআনের বাণী:**

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ-

"তারা কি জাহেলী বিচার ব্যবস্থা তালাশ করে? অথচ বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর বিচারের চাইতে উত্তম কোন বিচার ব্যবস্থা হতে পারে? (মায়েদা, ০৫:৫০)

**(২০) কোরআনের বাণী:**

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا-

"আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম----- ।(নিসা, ০৪:৭৫)

আজ আমাদের সমাজ জালিম শাসক গোষ্ঠীর যাতা কলে পিষ্ট হয়ে অতিষ্ঠ। এদের প্রতিকার করার মত সৎ সাহসিকতা সম্পন্ন লোকের খুবই অভাব। অথচ আল কুরআন আমাদেরকে আহবান করে যাতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করি।

**(২১) কোরআনের বাণী:**

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ-

"আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষনীয় আযাব স্বরূপ: (মায়েদা, ০৫:৩৮)

সামাজিক বিশৃংখলার অন্যতম উপাদান হলো চৌর্যবৃত্তি। তা দিন দিন সমাজের অভ্যন্ত রীন কাঠামোকে চূর্ণ করে দেয়। ইসলাম মানবাধিকারের ব্যাপারে আপোষহীন বলেই চৌর্যবৃত্তি বন্ধ করার লক্ষ্যে কঠিন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। চোরকে যদি তার উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হতো তাহলে এই ন্যাক্কার জনক কার্যক্রম অনেকাংশেই লোপ পেত। যা



www.nagorikpathagar.org

খেলাফতে রাশেদার ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। এমনকি আধুনিক বিশ্বের সৌদি আরবও কোরআনী আইনের বাস্তব প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তথাকথিত মানবাধিকারের ধ্বজাধারীরা চোরের হাত কাটার বিধানকে অমানবিক ও বর্বর বলে গলাবাজি করে। ধিক্কার তাদের জন্য! মাজলুম জনতার জন্য তাদের মন এতটুকু কাঁদে না; চোর ডাকাত আর খুনীদের জন্য তাদের যত সব মায়া কান্না!

কিন্তু আপনি কি পারবেন চোরের হাত কেটে এই আয়াতের ইবাদাত করতে? অসম্ভব! তাহলে জেলে নিয়ে আপনার গর্দান কাটা হবে। কারণ সেই প্রশাসনিক শক্তি বা ক্ষমতা আপনার হাতে নেই, যার মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে আপনি সক্ষম হবেন। বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রই তো তাদেরকে আস্কারা দেয়। সুতরাং ইসলামের গৌরবময় সৌন্দর্যের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে খোদাদ্রোহী শক্তির হাত থেকে ক্ষমতা আল্লাহভীরু লোকদের হাতে ন্যস্ত করাই আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজে বইবে শান্তির ঝর্ণাধারা আর হবে আয়াতের যথার্থ বাস্তবায়ন।

**(২২) কোরআনের বাণী:**

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ-

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর।" (নূর, ২৪:০২)

চোরের হাত কাটার বিধান যে চল চাতুরীর অন্তরালে চাপা পড়ে আছে অনুরূপ উপরোক্ত আয়াতটুকুও আমাদের সমাজে নিগৃহীত। নাউযুবিল্লাহ! যার কারণে নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনের অবাধ প্রতিযোগীতা পশু সমাজকেও হার মানায়। এর থেকে উত্তরণের কি কোন উপায় নেই?

**(২৩) কোরআনের বাণী:** اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ-

"আল্লাহ কি তার বান্দাহর জন্য যথেষ্ট নয়"? (যুমার, ৩৯:৩৬)

আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ইত্যকার সবকিছুই বিশ্ব মানবতার জন্য অসীম অনুগ্রহ। তাই বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান রবের বিধানের বিপরীত অন্য বিধানের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার অলীক স্বপ্ন তাঁর জ্ঞানকে অপর্যাপ্ত মনে করারই নামান্তর। নাউযুবিল্লাহ! سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ-

**(২৪) কোরআনের বাণী:**

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-



www.nagorikpathagar.org

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (মায়েদা, ০৫:০৩)

মহান আল্লাহ তায়ালা যে বিধানকে পূর্ণ করে দিয়েছেন তথায় মানব রচিত মতবাদ থেকে ধার করে জীবন পরিচালনার যৌক্তিকতা কোথায়?

**(২৫) কোরআনের বাণী:**

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِيْ السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ-

"হে মুমিনগণ তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। (বাকারা, ০২:২০৮)

আমাদের স্বচক্ষেই এতগুলো আয়াত অবাস্তবায়িত। এর পরও কি আমরা পূর্ণ মুসলিম?

**(২৬) কোরআনের বাণী:**

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ-

"আর যারা কুফুরী করেছে তারা তাগুতের পথে সংগ্রাম করে।" (নিসা, ০৪:৭৬)

আফসোস মুসলিম হয়েও আমরা তাগুতী শক্তিকে বিজয়ী করতেই জীবন, যৌবন, অর্থ ব্যয় করি। এই স্ববিরোধিতার সমাপ্তি কোথায়?

**(২৭) কোরআনের বাণী:**

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْيٌ فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ-

"তোমরা কি কিতাবের (কোরআনের) কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের প্রতিদান আর কী হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। (বাকারা, ০২:৮৫)

আজ আমরা খন্ডিত ইসলাম পালন করি। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, যিকর তথা গুটি কয়েক কাজের মধ্যে আমরা ইসলামকে সংকীর্ণ করে রেখেছি। এরই নাম কি ইসলাম? তাই যদি হয় তাহলে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলাটাও হবে আত্ম প্রতারণার শামিল। তবে হ্যাঁ, এগুলো ইসলামের ভিত্তি। এর উপরেই ইসলামের বিশাল প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা যে এক বিরাট ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত তাও আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই বরং আমরা নিজেদেরকে কামেল



www.nagorikpathagar.org

ঈমানদারের ফুলঝুড়ি ছুটিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করি। পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী শক্তি গোটা বিশ্বে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছনা আর অপমানের অতল গহবরে নিমজ্জিত করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। সুতরাং কোন প্রকার সংকীর্ণতা ছাড়াই বলা যায় এর একমাত্র কারণ আমরা আংশিক ইসলামকে নিয়েই সন্তুষ্ট।

**(২৮) কোরআনের বাণী:** اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا-

"আল্লাহ তায়ালাই সকল ক্ষমতার উৎস।" (বাকারা, ০২:১৬৫)

আমরা বলছি জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। বিবেককে প্রশ্ন করুন, এটা কি আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত নাকি তার সাথে বিদ্রোহের শামিল?

**পর্যালোচনার ফলাফল:**

সম্মানিত পাঠক, আমরা ইতপূর্বে আলোচনা করেছি, মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শুধুমাত্র তার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এবং ইবাদাতের তাৎপর্য তুলে ধরে এর আলোকে কিছু পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা এই দীর্ঘ পর্যালোচনার ফলাফল তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

এই ফলাফল কতটা যুক্তিযুক্ত তা পাঠক সমাজেরই বিচার্য। উপরে আমরা যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছি এগুলো কতটুকু আমাদের দ্বারা মানা হচ্ছে? আয়াতগুলোর দাবী কি শুধু এতটুকু যে আমরা প্রতি অক্ষর তেলাওয়াতের বিনিময়ে ১০ নেকী পাব? আপনি কি বলতে পারবেন আমাদের সমাজে যারা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভালো মানুষ হিসেবে, আল্লাহর ওয়ালী হিসেবে পরিগণিত তারাও কি উপরোক্ত আয়াতগুলোর ইবাদাত করতে পেরেছে? তারা কি সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ পূর্ণ বিচার করতে পারেন? তারা কি সুদের করাল গ্রাস থেকে জাতিকে মুক্ত করতে পেরেছেন? তারা কি আজ পর্যন্ত কোন চোরের হাত কাটতে পেরেছেন? তারা কি ব্যভিচারীকে ১০০ বেত্রাঘাত করার সাহস করতে পারবেন? জাহেলী বিচার ব্যবস্থা থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে? এভাবে প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন। পবিত্র কোরআনের আদ্যপান্ত অর্থসহ পড়তে থাকুন, দেখুন কত পার্সেন্ট আয়াত আমাদের মানা হচ্ছে? নিঃসন্দেহে লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসবে আমাদের। কারণ তারা যেমন পারেন নি, আমি আর আপনিও পারি নাই।

কিন্তু কেন? আজ থেকে আপনি শুরু করলে কি পারবেন? অসম্ভব! কারণ এমন এক খোদাদ্রোহী শাসক আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, যারা নিজেদেরই নামাজের তোয়াক্কা করে না কিভাবে তারা রাষ্ট্রে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে? যারা পতিতালয়ের লাইসেন্স দিয়ে থাকে, তারাই কি ব্যভিচারীকে ১০০ বেত্রাঘাত করবে? যারা জনগণের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ কুরে কুরে খেয়ে বিশাল অট্টালিকার মালিক হয়, তাদের কাছেই কি আপনি দারিদ্র বিমোচনের আশা করেন? অরণ্য রোদন মাত্র। মসজিদের ইমাম সাহেব জুমার খুতবায় আল্লাহর আইনের গুরুত্ব বুঝাবেন, সুদের বিরুদ্ধে বলবেন ফলে তার ইমামতি কি থাকবে? কারণ ঐ মসজিদের নেতৃত্বে রয়েছে হয়তো বা কোন



www.nagorikpathagar.org

এক মানব রচিত মতবাদের ধারক বাহক। আপনি পর্দা করে চলবেন তা পারবেন না, আপনাকে সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিত করা হবে কারণ প্রচার যন্ত্রের হোতা হয়তো বা কোন এক ইসলাম বিদ্বেষী, নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন কারী। আপনার পর্দার কারণে তার তথাকথিত নারী অধিকার লজ্জিত হয়। সন্ত্রাসীদের বিচার তাদের নিকট কামনা করবেন, তা হবেনা কারণ সে জনদরদীই অবৈধ অস্ত্র সরবরাহকারী। এ সব কিছুর মূলে অন্যতম প্রধান শক্তি অসৎ নেতৃত্ব। শুধু এ কারণেই কি আয়াতগুলো পরিত্যক্ত হবে? একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের কি কোন দায়িত্ব নেই?

উদাহরণ স্বরূপ যদি আমি বলি, পবিত্র কোরআন থেকে আয়াতগুলো মুছে ফেলা হোক, তা কি আপনি মানবেন? নিঃসন্দেহে আপনার অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে, 'অসম্ভব'।

কিন্তু কেন?

আপনি বলবেন, কারণ তা আল্লাহ তায়ালার বাণী। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী ৩৮ বছরে ৩৮ সেকেন্ডের জন্যও কি আয়াতগুলোর ইবাদাত হয়েছে?

হয়নি-

আর কত বছর হবে না?

যতদিন ইসলামী নেতৃত্ব রাষ্ট্র পরিচালনা না করবে।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যদি হাশরের কঠিন ময়দানে জিজ্ঞেস করেন, কেন এই আয়াতগুলোর ইবাদাত তুমি করনি? হয়তো বা আমরা জবাব দিব রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামী না হওয়ার কারণে। আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন, আমি কি বলি নাই ?

**কোরআনের বাণীঃ**

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ-

"আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা না করে।" (রাদ, ১৩:১১)

কেন তুমি পরিবর্তনের চেষ্টা করলে না? বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দ্বীনকে বিজয়ী শক্তিতে রূপান্তরিত করার স্বার্থেই তো তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েছিলেন, ওহুদের ময়দানে দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, ইবরাহীম (আঃ) কে আগুনে ফেলা হয়েছে, খাব্বাব (রাঃ), খুবাইব (রাঃ) অকথ্য নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন তার কারণও এটিই যে, তারা ইসলামকে পরাজিত দেখে সহ্য করতে পারেন নি বরং জীবন দিয়ে হলেও তা বিজয়ী করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর।

সুতরাং একথা প্রমানিত সত্য একটি সফল ইসলামী রাষ্ট্র হলেই পরে আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের যথার্থতা ফুটে উঠবে। পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত কস্মিন কালেও পরিপূর্ণ ইসলাম পালন করা সম্ভব হবে না। যার জলন্ত স্বাক্ষী বিশ্বনবী (সঃ) এর সাক্ষী যুগ।



www.nagorikpathagar.org

মাক্কীযুগে ইসলামের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকার কারণেই পবিত্র কাবা শরীফে ৩৬০ টি মুর্তির সামনে নামাজ পড়তে স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বাধ্য হয়েছিলেন। আর সেই মুহাম্মদ (সঃ) মক্কা বিজয়ের পর কাবার ভিতরের সবগুলো মুর্তি চূর্ণ না করা পর্যন্ত দু রাকাআত নামাজ পড়তেও রাজী হননি। রাসূল (সঃ) হলেন মদীনার রাষ্ট্রপতি আর এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তিপূর্ণ সমাজ। তাইতো হযরত ওসমান (রাঃ) শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে বলেছেনঃ

اِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالاَ يَزَعُ بَالْقُرْاَنِ-

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু বিষয় করান রাষ্ট্র শক্তি দ্বারা, যা কুরআন দ্বারা করান না।"

আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব। আর এই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বাতিল শক্তি সহজে মেনে নিবে না, তারা চাইবে অংকুরেই এর বিনাশ সাধন করতে। কারণ ইসলাম তাদের যাবতীয় অপকর্মের কবর রচনা করবে। শোষণ নিষ্পেষনের বিরুদ্ধে হবে বজ্র কঠোর। আর তাইতো সকল বাধাকে তুচ্ছ করে দূর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন ইসলামী আন্দোলন তথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আপোষহীন সংগ্রাম।

**ইসলামী আন্দোলনের পরিচয়ঃ**

আমরা আন্দোলন বলতে যা বুঝে থাকি তার আরবী প্রতিশব্দঃ اَلْحَرَكَةُ এই জন্যেই আধুনিক আরবী ভাষায় ইসলামী আন্দোলনের প্রতিশব্দ হলো اَلْحَرَكَةُ اَلْاِسْلاَمِيَّةِ কিন্তু আল কোরআনে এ শব্দটি ব্যবহৃত না হয়ে বরং ব্যবহৃত হয়েছে اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ যাকে বাংলা ভাষায় ইসলামী আন্দোলনই বলা হয়ে থাকে। اَلْحَرَكَةُ শব্দের মাধ্যমে আন্দোলন, সংগ্রাম বা চেষ্টা সাধনার যে ভাব ফুটে উঠে, জিহাদ শব্দটি সে তুলনায় আরো অনেক ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য বহন করে। আরবী ভাষায় جُهْدٌ শব্দটাই জিহাদের মূল ধাতু, جُهْدٌ অর্থ যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা, প্রানান্তকর সাধনা প্রভৃতি। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে চূড়ান্ত ও প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।

আল্লাহর পথ কি? দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে পথ ও পন্থা নবী রাসূলদের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহর পথ বলতে সেটাকেই বুঝায়। এই পথে জিহাদ বা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর অর্থ, এই পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা। যেখানে এই পদ্ধতি অনুসরণের সুযোগ নেই, সেখানে এমন সুযোগ সৃষ্টির জন্যে সংগ্রাম করা।



www.nagorikpathagar.org

জিহাদ শব্দের অর্থের ব্যাপকতার আলোকে আমরা আল-কোরআনের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন, সংগ্রাম বা বিপ্লব প্রভৃতি শব্দের ভাবার্থ বুঝতে চেষ্টা করলে দেখতে পাই এর কোন একটির মাধ্যমেও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পুরো অর্থ প্রকাশ করা বা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আল কোরআন দ্বীন প্রতিষ্ঠায় গোটা প্রচেষ্টার বিভিন্নমুখী কার্যক্রম এবং প্রতিষ্ঠা লাভের পর তার হেফাজাতের উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ এইসব কিছুকেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মধ্যে শামিল করেছে। সুতরাং জিহাদকে যুদ্ধ বা যুদ্ধকেই জিহাদ মনে করা নিরেট বোকামী কিংবা জিহাদের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো যুদ্ধ জিহাদের একটি অংশ মাত্র। মূলত এর সূচনা হয় এক আল্লাহর গোলামী করার আহবান জানানোর মাধ্যমে। এতে সন্নিবেশিত হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহন এবং গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বর্জনের সাহসী ডাক। এক পর্যায়ে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আদর্শিক শক্তিতে পরাজিত হয়ে পেশী শক্তির মাধ্যমে সংঘাত সংঘর্ষের ভয়াবহ রূপ প্রতিষ্ঠা করে। সব সংঘাত সংঘর্ষের মোকাবেলা করে, বাধার পাহাড়কে তুচ্ছ করে, জনগণের প্রদত্ত মতামতকে কেন্দ্র করে গঠিত রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মাধ্যমে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে কার্যকরী করে কোরআনী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারাই এই জিহাদের স্বার্থকতা আর এর মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়াই হলো বিশাল সফলতা।

**কোরআনের বাণীঃ**

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ-

"তারা এমনলোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" (হাজ্ব, ২২:৪১)

**কোরআনের বাণীঃ**

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ-

"হে ঈমানদারগণ আমি কি তোমাদেরকে একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা করলে তোমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাবে? তা হল আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় মাল, জান দিয়ে জিহাদ করবে।" (আস সফ, ৬১:১১)

কিন্তু জিহাদের নাম নিয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বা জংগীবাদের উত্থান করা তা জিহাদকে কলংকিত করারই নামান্তর।

**ইসলামী আন্দোলনের অপরিহার্যতাঃ**

আন্দোলন শব্দটির মাঝে এক তেজস্বীয়তা বিদ্যমান। অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে কোন দাবী আদায়ের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই আন্দোলন। আন্দোলন ছাড়া



www.nagorikpathagar.org

নুন্যতম কাজটুকুও অনেক সময় সাধিত হয় না। ধরুন আপনি নামাজ পড়তে যাচ্ছেন অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পদাচারনা করছেন। হঠাৎ পথিমধ্যে কাঁটা থাকার কারণে আপনার চলাচল বিঘ্ন। কিন্তু আপনি মুখের ফুঁতে এই কাঁটাকে সরাতে অক্ষম। অথবা শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করার মাধ্যমেও এটা সরাতে পারবেন না, যদিও আপনি তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য পা বাড়াচ্ছেন। বরং এর জন্য আপনাকে হস্ত প্রসারিত করতে হবে। সরিয়ে দিতে হবে কাঁটাকে সাথে সাথে দোয়া করলে তাই হবে কার্যকর। অন্যথায় তা হবে হাসির পাত্র। কারণ এটা মহান আল্লাহ তায়ালার রীতি বহির্ভূত।

**কোরআনের বাণী:** فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلاً-

"আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।" (ফাতের, ৩৫:৪৩)

**কোরআনের বাণী:**

اِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ-

"আল্লাহতায়ালা কোন জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা না করে।" (আর রাদ, ১৩:১১)

দাবী আদায়ের প্রচেষ্টাকেই আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়। দাবী দু'ধরনের হতে পারে ১। অন্যায় দাবী, ২। ন্যায্য দাবী। কিন্তু দাবী হাজার প্রকার হলেও তা ইসলামী আন্দোলন নামে অভিহিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ইসলামের দাবীতে পরিনত না হবে। আর ইসলামের দাবী হলো তা বিজয়ী শক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করবে। অন্যের অধীনে থেকে গোলামী করার জন্য ইসলামের আগমন হয়নি বরং তা হবে গোটা বিশ্ব সমাজের শাসন ক্ষমতার অধিকারী। আর এটাই হবে ইসলামের অলংকার। কোরআনের বাণী:

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ-

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন।" (আস-সফ, ৬১:০৯)

**কোরআনের বাণী:**

كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا-

"আর আল্লাহর কথাই তো সমুন্নত থাকবে।" (আত-তাওবাহ, ০৯:৪০)

সামান্য একটি কাঁটা যদি আন্দোলন ছাড়া সরানো সম্ভব না হয়, তাহলে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, অসৎ নেতৃত্বের মূলোৎপাটন করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, কোন প্রকার আন্দোলন ছাড়াই সম্ভব তা মস্তিষ্কের উদ্ভট চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি তাই হতো তাহলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সহ



www.nagorikpathagar.org

সাহাবায়ে কেরামগনের আন্দোলন সংগ্রাম কার্যত, নির্যাতন, হিজরত সবই অযৌক্তিক ও অবান্তর গন্য হত। আর কোরআন ও হাদীসের বার বার ঐ বিপ্লবী ঘোষণার-ই বা কী দরকার ছিল?

**কোরআনের বাণী:**

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا-

"আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না? অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে হে আমাদের রব আমাদের বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম।" (নিসা, ০৪:৭৫)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ-

"তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং তোমরা জাননা। (বাকারা, ০২:২১৬)

وَجَاهِدُوْا فِيْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ-

"আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন, দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি।" (হাজ্ব, ২২:৭৮)

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ-

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর" (আস সফ, ৬১:০৪)

**হাদীসের বাণী:**

رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلاَمُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ-



www.nagorikpathagar.org

"একটি বিষয়ের মৌলিকত্ব ইসলাম, এর খুঁটি নামাজ, আর সর্বোত্তম চূড়া জিহাদ।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قُلتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ-

"হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম! হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), কাজ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কোনটি? রাসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (বুখারী, মুসলিম)

জিহাদ কতদিন চলবে? হাদীসের বাণী: اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

"কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে।"

**কোরআনের বাণী:**

وَقَاتِلُوْاهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ-

"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং গোটা জীবন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়। (আনফাল, ০৮:৩৯)

কোন কোন অবস্থায় জিহাদ হবে?

**কোরআনের বাণী:**

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ-

"তোমরা হালকা এবং ভারী সর্বাবস্থায় বেরিয়ে পড় এবং আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জান দিয়ে জিহাদ কর।" (তাওবাহ, ০৯:৪১)

**হাদীসের বাণী:**

بَيَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنْ نَقُوْلَ الْحَقَّ اَيْنَمَا كُنَّا وَلاَ نَخَافُ فِىْ اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ-

"আমরা রাসূল (সঃ) এর নিকট এই মর্মে শপথ করেছি যে, আমরা যেখানেই থাকি সত্যের কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবো না। (বুখারী)

**হাদীসের বাণী:**

اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللهِ فِىْ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ-



www.nagorikpathagar.org

"সফর কিংবা মুকীম সর্বাবস্থায় আল্লাহর সীমারেখা (হদ) প্রতিষ্ঠা কর।" (বায়হাকী)

মুনাফেকী থেকে বাঁচতে জিহাদ করতে হবে।

**কোরআনের বাণী:**

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ-

"মানুষ কি ধারণা করেছে আমি ঈমান এনেছি একথা বললেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ পরীক্ষা করা হবে না? (আনকাবুত, ২৯:০২)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ-

"তোমরা কি মনে করেছ এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ তায়ালা জেনে নেননি কারা তোমাদের মাঝে জিহাদ করে আর কারাই বা সবর করে। (আল-ইমরান, ০৩:১৪২)

**হাদীসের বাণী:**

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِه نَفْسُهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ-

"যে মৃত্যুবরণ করল অথচ জিহাদ করে নি বা তার মনে জিহাদের বাসনা পর্যন্তও নেই তাহলে সে মুনাফেকীর মধ্যেই মৃত্যুবরণ করল।" (মুসলিম)

সর্বোত্তম জিহাদ করতে হবে।

**হাদীসের বাণী:**

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ-

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের নিকট সত্য কথা বলা।" (তিরমিযী)

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ-

"তোমাদের মধ্যে যখন কেহ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন হাত দিয়ে বাধা দেয়, .....।" (মুসলিম)

কোন আশায় জিহাদ করতে হবে?

**কোরআনের বাণী:**



www.nagorikpathagar.org

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ-

"(জিহাদের ফলে) তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। (আস সফ, ৬১:১০,১১)

فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً-

"আল্লাহ তায়ালা জান মাল দ্বারা জিহাদ কারীদেরকে ঘরে বসা লোকের উপর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। (সূরা নিসা, ০৪:৯৫)

হাদীসের বাণী:

لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا-

"আল্লাহর রাস্তায় সামান্য একটি সকাল বা সন্ধ্যা ব্যয় করা গোটা পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তার চাইতেও উত্তম।" (বুখারী)

**হাদীসের বাণী:**

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ-

"যার পা দুখানা আল্লাহর রাস্তায় ধূলামলিন হয়েছে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন।" (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী, পিতামাতা সবকিছুর চাইতে জিহাদকে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে।

**কোরআনের বাণী:**

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ ..... وَاللهُ لاَ يَهْدِىْ الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ-

"যদি তোমরা তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই.....সব কিছুকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চাইতে বেশী প্রিয় মনে কর, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ফাসেকদের হেদায়াত দান করেন না।" (সূরা তওবা, ০৯:২৪)

**ইসলামী আন্দোলন না করার অজুহাত:**

ইসলামী আন্দোলনের মত এই বিশাল কাজে শরীক না হওয়ার মানেই হলো বাতিলের কর্তৃত্ব চালানোর লাইসেন্স প্রদান করা। কোরআনী বিধানকে উপেক্ষা করে মানব রচিত মতবাদের লম্ফ ঝম্ফ আর আস্ফালনকে উস্কে দেয়া। নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে ক্রন্দরত দেখেও এর প্রতিকার বা প্রতিবিধানের উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলে তা ইসলামী



www.nagorikpathagar.org

আন্দোলন না করারই নামান্তর। কিন্তু কতিপয় দুর্বল যুক্তির অন্তরালে অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের মহান গুরুত্ব। অথচ কী চিন্তাধারায় আমরা তাকে গুরুত্বহীন মনে করি, তাও একবার ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করি না। এটা কি আমাদের কাছে কাঙ্খিত বা শোভনীয়? মুসলিম হয়েও ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পরাজিত দেখে আমরা সুখ নিদ্রা যাপন করি! কারণ আমাদের কাছে যুক্তি আছে!

সম্মানিত পাঠক। আপনি কি ইসলামী আন্দোলন করেন? ইসলাম কে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আপনি কি নানাবিধ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত? দুঃখজনক হয়তোবা আপনিও কোন একটি দুর্বল যুক্তির উপর ইসলামী আন্দোলন না করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অনুগ্রহপূর্বক আপনি আপনার যুক্তির জবাব উপলব্ধি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করুন। যুক্তির অজুহাতে আর কতকাল ইসলামকে পরাজিত দেখে সহ্য করবেন? সেই জন্য বলিষ্ঠ ও সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহনের আহবান জানিয়েই নিম্নে সমাজে প্রচলিত ইসলামী আন্দোলন না করার কতিপয় যুক্তিসহ তার জবাব আলোচনা করা হলো-

১। এত কষ্ট করতে মন চায় না।
২। নিজের মনে চায়, কিন্তু পারিবারিক বাধা।
৩। মন আছে, কিন্তু সামাজিক সমস্যা।
৪। সেকেলে ধর্ম ইসলাম, আধুনিকতা প্রয়োজন।
৫। আন্দোলনের কোন ভাইয়ের আচরনে কষ্ট পাওয়া।
৬। দায়িত্বশীলের দাড়ি না রাখা, শার্ট, প্যান্ট পরা ইত্যাদি।
৭। অনেক কষ্ট সহ্য, ধৈর্য্য ধারণ করা।
৮। রাজনীতি ভালো লাগে না।
৯। ক্ষমতার লোভে এসব রাজনীতি।
১০। রাজনীতি দুনিয়াদারীর ব্যাপার।
১১। ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে মানুষ লাঠির ভয়ে নামাজ পড়বে।
১২। ইসলামী দলগুলোতে বিভেদ।
১৩। জামায়াত-শিবির স্বাধীনতা বিরোধী।
১৪। মওদুদী আকীদা খারাপ।
১৫। নারীর সাথে ঐক্য কেন?
১৬। রগ কাটা পার্টি।
১৭। ইসলামী আন্দোলন মানে জঙ্গীবাদ।
১৮। পড়ালেখার ক্ষতি হবে, তাই আন্দোলন করতে চাই না।
১৯। অনেক বড় আলেমগণও করেনা, তাই করি না।
২০। সাথে আছি, মানোন্নয়নের দরকার কি?



www.nagorikpathagar.org

২১। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, এগুলো করলেই তো চলে।
২২। আল্লাহ তো শুধু ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।
২৩। ক্ষমতা চাওয়া ইসলামে হারাম।
২৪। ছাত্রজীবনে নয়, কর্মজীবনে করা যাবে।
২৫। চেষ্টা করার পরও যদি ইসলামী রাষ্ট্র না হয়?
২৬। তাবলীগ করলেই চলে, আন্দোলনের প্রয়োজন কী?
২৭। বর্তমান রাজনীতি কি রাসূল (সঃ) এর রাজনীতির মত হবে?
২৮। ব্যবসা বাণিজ্য সহ নানাবিধ ব্যস্ততা।

**অজুহাতের জবাবঃ**

**১। অত কষ্ট করতে মন চায় নাঃ**

আসলে সবার নিকটই কষ্ট বা সাধনা করতে কষ্ট মনে হয়। কিন্তু আমরা যারা মুসলিম আমরা জান্নাতের প্রত্যাশা করি, কোন রকম কষ্ট ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত চিরসুখের জান্নাতে যাওয়া কি সম্ভব? আমার আপনার যদি কষ্ট করতে ভালো না লাগে তাহলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কি দ্বীনের জন্য কষ্ট করেন নি, তায়েফের ময়দানে তার শরীর থেকে রক্ত নির্গত হয়নি? শিয়াবে আবু তালিবে দীর্ঘ তিন বছর রাসুল (সঃ) সহ সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) কে কি গৃহবন্দী করে রাখা হয়নি? হযরত বিলাল (রাঃ) কে কি উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে রেখে বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হয়নি? তাঁরা কি তাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে এক চুল পরিমাণও নড়েছেন? তাদের কাছেও তা অবর্ণনীয় নির্যাতন মনে হয়েছে, কিন্তু তারা তা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন মনকে আশ্বস্ত করেছেন। কারণ আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমানদার হয়ে তারা এর থেকে সরে পড়ার ন্যুনতম চিন্তাও করেন নি।

**কোরআনের বাণীঃ**

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ-

"তার চাইতে বড় গোমরাহ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত ব্যতীত নিজের মন মত চলে?" (কাসাস, ২৮:৫০)

তাদের জন্য সান্তনা ছিল রাসুল (সঃ) এর বাণীঃ

اَلدُّنْيَا سِجْنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ-

"দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার স্বরূপ আর কাফেরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ।"

রাসূল (সঃ) এর বাণীঃ



www.nagorikpathagar.org

مَا الدُّنْيَا فِىْ الْاٰخِرَةِ اِلاَّمِثْلُ مَايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اُصْبَعَهُ وَاَشَارَيَحْيٰى بِالسَّبَّابَةِ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ-

"তোমাদের মধ্যে কেহ মহা সমুদ্রে একটি আঙ্গুলি ফেলে দেখুক তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে তা দুনিয়া আর বাকিটুকু আখেরাত।" (মুসলিম)

সুতরাং ঈমানদার ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথে চলার কারণে তার উপর যত বিপদ আপদ, জেল যুলুম, নির্যাতন, মামলা, রিমান্ড যাই আসুক না কেন তাই হাসিমুখে বরণ করে নেয়। কারণ সে অনেক মজবুত ভাবে বিশ্বাস করে তার উপর যে নির্যাতন, কষ্ট হচ্ছে তা এক ফোঁটা পরিমাণ পানি ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর মৃত্যুর পরেই সে ভোগ করবে মহাসমুদ্র সমান বিশাল জান্নাত। যা চিরকালে শেষ হবে না। সুবহানাল্লাহ।

পক্ষান্তরে সে যদি অতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত না হয়, শুধুমাত্র আরাম আয়েশেই দিন কাটাতে ব্যস্ত থাকে তাহলে তাকে মহাসমুদ্র সমান কষ্ট ভোগ করতে হবে।

**হাদীসের বাণী:**

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّبِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَايَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى-

"যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করে, সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে মহব্বত করে সে নিজের দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই ক্ষণস্থায়ীর পরিবর্তে চিরস্থায়ীকে গ্রহণ কর।" (আহমদ ও বায়হাকী)

সুতরাং মন চায় না শুধুমাত্র এতটুকু দুর্বল যুক্তির কারণে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর না হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং নবী রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামগনের জীবনী পড়ুন এবং বর্তমানে যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত তাদের সাথে সাহচর্য রাখতে চেষ্টা করুন, দেখবেন আপনার মন কষ্ট স্বীকার করতে অভ্যস্থ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। কারণ আপনি অনুসন্ধান করলে অনুধাবন করতে পারবেন, আজকে যারা ইসলামী আন্দোলন করে তারাও যখন ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না তখন তাদের নিকটও কষ্টই লাগত। অথচ আজ তারা দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করে-

"জীবনের সব স্বপ্নকে কিনেছে ওরা খুবই অল্পদামে,
হাসিমুখে দিয়েছে প্রাণ বিলিয়ে মহান প্রভুর নামে।"

মনে হয় যেন কোরআনের সেই আয়াতের অভিব্যক্তি:



www.nagorikpathagar.org

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِىْ الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا-

"জান্নাতের এই সে ঘর আমি তাদের জন্য বানিয়েছি যারা দুনিয়ার জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশৃংখলা চায় না।" (ক্বাসাস, ২৮:৮৩)

**২। নিজের মনে চায় কিন্তু পারিবারিক বাধাঃ**

আল হামদুলিল্লাহ। এটা খুবই শুভ লক্ষণ ইসলামী আন্দোলনের এই কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে আপনার হৃদয় উন্মুক্ত। কিন্তু আপনার পারিবারিক বাধাই এপথে অন্তরায়। তবে আপনি খুব ভালো করে মনে রাখবেন, আপনার যে পথে বাধা দেয়া হচ্ছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম নয়। বরং যুগে যুগে যারাই এ পথে অগ্রসর হয়েছেন তাদের অনেককেই বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর বিরুদ্ধে তার পিতা।

২। ইসলাম গ্রহণের আগে ওমর (রাঃ) তার বোনকে কঠিন প্রহার করেছে।

৩। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রাঃ) বিরুদ্ধে তাঁর মাতা।

* আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার জন্য দুই ধরনের বাধা হতে পারে-

১. ইসলামী আন্দোলন না বুঝার কারণে।

২. বুঝে শুনে বাধা দেয়া।

১. **ইসলামী আন্দোলনের** ব্যাপারে সমাজের একশ্রেণীর লোক মারাত্মক অপপ্রচারে লিপ্ত। মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে নাজেহাল করার জন্য আদা জল খেয়ে লেগেছে। আপনি ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী আন্দোলনের অনেক দায়িত্বশীল ভাইদেরকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। আপনি তাদের ব্যাপারে খারাপের যেই সব চিন্তাও করতে পারেন না এইসব মিডিয়াগুলো তাই নাটকের মত সাজিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। আপনার পিতা, মাতা, বা বড় ভাই সেই ধরনের মিথ্যা প্রচারণার শিকার। তাই আপনি ধৈর্য্য সহকারে আপনার চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে, আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে, ভালো পড়ালেখার মাধ্যমে তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করুন। রাতের অন্ধকারে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাদের জন্য দোয়া করুন যাতে করে তাদের ভুল ধারণার অপনোদন হয়। অবশ্যই একদিন তারা ভুল বুঝতে পেরে আপনাকে কাজে বাধা দানের জন্য অনুতপ্ত হবে। ইনশাআল্লাহ।

**কোরআনের বাণী-**

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ-



www.nagorikpathagar.org

"আর তাদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক কর তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা আছে সেই তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।" (হামীম সাজদাহ, ৪১:৩৪)

**২. বুঝে শুনে বাধা দেয়া:**

যদি তারা ইসলামী আন্দোলনের মর্ম উপলব্ধি করার পরও শুধুমাত্র আন্দোলনের ক্ষতি করার স্বার্থেই আপনাকে বাধা দেয় তাহলে সে আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই। কারণ পৃথিবীর সবকিছুর চাইতে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ) এর ভালোবাসাই পাবে অগ্রাধিকার।

**কোরআনের বাণী:**

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ .....
وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِىْ الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ-

"বল তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তার নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (তাওবা, ০৯:২৪)

**হাদীসের বাণী:**

لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ-

"তোমাদের কেহ ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের পিতা, সন্তান ও পৃথিবীর সকল মানুষের চাইতে বেশী ভালোবাসার পাত্র না হই।" (বুখারী)

**হাদীসের বাণী:**

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ
الْاِيْمَانَ-

"যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ঘৃণা করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, দান করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, দান থেকে বিরত থাকল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই পূর্ণ ঈমানদার।" (বুখারী)



www.nagorikpathagar.org

পরিবার পরিজনের বাধার মুখে ভেঙ্গে পড়া যাবে না। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের আগে তার বোন ফাতেমা (রাঃ) কে অনেক নির্যাতনের পরও তিনি অটল ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার দৃঢ়তাই হযরত ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের পথকে তরান্বিত করে। "হযরত সাদ বিন আবিওয়াক্কাস (রাঃ) যখন ইসলামের অনুশীলন শুরু করলেন, তখন তার মা জেদ ধরে বসলেন, সে --- শপথ করল আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও।" (মুসলিম, তিরমিযী)

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সাদের জননী একদিন একরাত্র মতান্তরে তিন দিন তিন রাত্র শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সাদ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ।

**হাদীসের বাণী:** لاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ-

"স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

তাই জননীকে তিনি সম্বোধন করে বলেন, আম্মাজান যদি আপনার দেহে একশ আত্মা থাকত, এবং এক একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার আল্লাহর পথ ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছে করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। এ কথায় নিরাশ হয়ে তার মাতা অনশন ভঙ্গ করল। এক্ষেত্রে আবার অনেকে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন।

**কোরআনের বাণী:** وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا-

"আর পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর।" (বনী ইসরাঈল, ১৭:২২)

কিন্তু এই আয়াত যে وَقَضٰى رَبُّكَ الاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ- "আর তোমার রব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন একমাত্র তোমার রবেরই ইবাদত করতে হবে।" শুরু হয়েছে সেই কথা বেমালুম ভুলে যায়। তাই আল্লাহর ইবাদাতে বাধ সৃষ্টি করে পিতামাতাকে প্রাধান্য দেয়ার অধিকার নেই। তবে পিতা মাতার কোরআন সুন্নাহ স্বীকৃত কোন অধিকার যাতে লংঘন না হয়, অবশ্যই সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

**৩। মন আছে কিন্তু সামাজিক সমস্যা:**

পারিবারিক বাধার মত এটাও এক ধরনের সমস্যা। তবে এই সমস্যাও পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়। যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে তৎকালীন আরব সমাজ তার ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল, তারাই আবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে পাগল, গণক, যাদুকর, কবি উপাধিতে বিদ্রূপ করল। নামাজরত অবস্থায় তাঁর পিঠের উপর উটের নাড়িভূঁড়ি তুলে দেয়া হলো।



www.nagorikpathagar.org

অপরাধ একটিই ছিল কেন তিনি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে অন্যায় কাজে বাধা দিয়েছিলেন। যুগে যুগে প্রত্যেক নবী রাসূলদের ব্যাপারেও তাই ঘটেছে।

**কোরআনের বাণী:**

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَايَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِؤُوْنَ-

"আমার বান্দাহদের জন্য আফসোস এমন কোন রাসূল আসেন নি যে, তার সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ না করেছে।" (ইয়াসীন, ৩৬:৩০)

আবু জেহেলও ঠিক একই কথা মুহাম্মা (সঃ) কে বলেছে। আবু দাউদ শরীফে এসেছে

اِنَّا لاَ نُكَذِّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا اُرْسِلْتَ بِهِ-

"হে মুহাম্মদ আমরা তো তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিনা, বরং তুমি যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তাকেই আমরা মিথ্যা বলি।" (আবু দাউদ)

খেয়াল করুন। আপনি যে সমাজে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছেন ইতপূর্বে আপনি এই সমাজেই ছিলেন। হয়তো বা আপনি এখনকার চাইতে আরো অনেক অন্যায় কাজে তখন জড়িত ছিলেন। কিন্তু তখন আপনার বিরুদ্ধে কথা আসে নি কেন? আপনার এত দোষ অন্বেষন করা হয়নি কেন? কারণ একটিই তখন আপনি ব্যক্তিগত ভাবে ভালো ছিলেন, সমাজকে ভালো করার উদ্যোগ গ্রহন করেন নি, কারো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নি, আজ ইসলামী আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, তাই তো এ কঠিন বা সামাজিক সমস্যা। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা সাহস যুগিয়ে বলেছেন:

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ-

"যারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করে না।" (মায়েদা, ০৫:৫৪)

**হাদীসের বাণী:**

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّى طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى النَّاسِ لاَيُبَالُوْنَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ-

"কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মাঝে একদল লোক সত্যের কাজ করেই যাবে তারা পরোয়া করবেনা, কে তাদের অপমান করল। আর কে ইবা তাদের সাহায্য করল।" (ইবনে মাজাহ)

সুতরাং সামাজিক সমস্যা মনে করার কোন যুক্তিই নেই। কারণ আপনি নিজেও একসময় ইসলামী আন্দোলন করতেন না, আজ হয়ত কারো দাওয়াতে ইসলামী



www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ কর্মীতে পরিনত হয়েছেন। আপনার পথ ধরে এরকম আরো বহু জনগোষ্ঠী এপথে শামিল হবে, ইনশাআল্লাহ।

## ৪। সেকেলে ধর্ম, ইসলামে আধুনিকতা প্রয়োজনঃ

যারা এই ধরনের যুক্তির আলোকে ইসলামকে এড়িয়ে চলছেন তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়নের আহবান জানাই। মূলত ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। আল্লাহ তায়ালা সকল জ্ঞানের একচ্ছত্র অধিকারী। তিনি জানেন তার সৃষ্টির মাঝে কার কোথায় সমস্যা আর কোথায় সম্ভাবনা? মানুষের পক্ষে মানুষের বিধান রচনা করা চরম নির্বুদ্ধিতার শামিল। মানুষের মধ্যে যেমন নৈতিক শক্তি আছে তেমনি তার মাঝে পাশবিক শক্তিও বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ যখন নিজের জন্য নিজের বিধান তৈরী করতে সচেষ্ট হয় তখন সে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে না। কারণ, কারো প্রতি তার যেমন ভয় রয়েছে আবার কারো প্রতি তার আবেগ জড়িত পক্ষপাত দুষ্টতাও অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে স্রষ্টা ঐ সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তাই স্রষ্টার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান প্রেরিত হয়েছে তাই মানবজাতির জন্য প্রাকৃতিক জীবন ব্যবস্থা, ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং তার নামই ইসলাম। সুতরাং ইসলামকে খন্ডিত অর্থে অন্য কোন ধর্মের মত সংকীর্ণ গন্ডীতে আবদ্ধ করা তা অপব্যাখ্যারই নামান্তর। মানব জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই যে ব্যাপারে ইসলামের কোন না কোন বিধান নেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় নিয়মনীতি এক কথায় পূর্ণাঙ্গ এক জীবন বিধান।

**কোরআনের বাণীঃ** ..... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

"আজ আমি তোমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণ করে দিয়েছি।" (মায়েদা, ০৫:০৩)

তাই ইসলামকে সেকেলে বলে উড়িয়ে দেয়ার কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। ১৪০০ বছর আগে ইসলাম যেমন আপন মহিমায় ছিল সমোজ্জল আজো তাই দেদীপ্যমান। ইসলামের মহাগ্রন্থ আল কোরআনের পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে এমন উদ্ভট মন্তব্যও কেউ করতে সক্ষম হবে না। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে নিয়েই তাই তো (Chambers Encyclopedia বলেছে "It was the prophet who build the foundation of the vast edifice of enlighten and civilization which has adorned the world since his time."

"অর্থঃ রাসূল (সঃ) জ্ঞানালোক এবং সভ্যতার এমন এক ভিত্তি স্থাপন করেছেন যা তার পর থেকে আজ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীকে অলংকৃত করে আসছে।"



www.nagorikpathagar.org

জর্জ বার্নাড শ বলেছেন- If the world make a country and search for a leader to lead that country with peace than Muhammad (sm.) and Muhammad (sm.) is the only appropriate person.

"অর্থ: তুমি যদি গোটা বিশ্বকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত কর এবং সে রাষ্ট্রকে শান্তি তে পরিচালনা করতে একজন নেতা তালাশ কর, তাহলে মুহাম্মদ (সঃ)। এবং তিনিই হতে পারেন যথপোযোক্ত ব্যক্তি।"

পক্ষান্তরে আজ যারা আধুনিকতার কথা বলেন তারা পৃথিবীকে কি দিয়েছে? ধর্মীয় শৃংখল থেকে মুক্ত করে মানুষকে দুপায়ী জন্তু হওয়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। মানুষে মানুষে নেই মমতা, শ্রদ্ধাবোধ। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ আর আত্মকলহ। মমতার লেশমাত্র নেই বর্তমান। কে কত ঠকবাজি আর প্রতারণা করে নিজের অর্থের চাকাকে করে তুলবে সমৃদ্ধ তাই সকল প্রতিযোগীতা আর যোগ্যতার মাপকাঠি। বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে, Might is right তথাকথিত আধুনিকতার আবিষ্কার। মহাজনেরা হয় দিন দিন অট্টালিকার মালিক আর দুর্বলেরা হয় নিঃস্ব। জবাবদিহিতার কোন ন্যূনতম অনুভূতি নেই। সবাই বল্গাহীন, স্বাধীন। অথচ ১৪০০ বছর আগে বিজ্ঞানের অত আবিষ্কার না হওয়া সত্বেও মানব সমাজ সবকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তির সমাজে পরিণত হয়েছিল। তাদের শাসক বৃন্দ বলত "ফোরাত নদীর তীরে কুকুরও না খাইয়ে মারা গেলে সেটার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।" আজো সেই মানসিকতার নেতৃত্ব দরকার যা উপহার দিতে পারে শুধুমাত্র ইসলামই, তথাকথিত আধুনিকতা নয়। সভ্য জগতে এসেও তথাকথিত আধুনিকতা বাদীদের খপ্পরে পড়ে নারীরা হয় শত ধর্ষণের শিকার, ছিঃ আধুনিকতা! শত জনের মাঝে যদি আধুনিকতা বাদীর মা বা বোন কেউ শিকার হত, তাহলে কি পারবেন তা সহ্য করতে? অসম্ভব! কিন্তু সে নির্লজ্জতা থেকে জাতিকে মুক্তি দেবে কে? তা পারে শুধু ইসলাম। কারণ ইসলাম শিক্ষা দেয় কারো পাশ দিয়ে পরনারী সুসজ্জিত বেশে চলে যাবে, অথচ যুবক বলবে "আমি আল্লাহকে ভয় করি।"

জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেবে কে? তথাকথিত আধুনিকতা নাকি ইসলাম? এই আধুনিকতা বাদীরা অর্থকে মহাজনদের মাঝে শুধু আবর্তন করে থাকে আর নিঃস্বদের ভাগ্যের চাকা থাকে অপরিবর্তিত। কারণ তাদের মুক্তি দেয়ার হাতিয়ার যে আধুনিকতাবাদীর হাতে নেই, আছে শুধু ভোগ বিলাস আর "আপনি বাঁচলে বাপের নাম" চিন্তাধারায় নিমগ্ন। কিন্তু ইসলাম নির্যাতিত মানবতার কথা বলে। কোরআনের বাণী:

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ-

"অর্থ যাতে শুধু তোমাদের বিত্তশীলদের মাঝে আবর্তিত না হয়।" (হাশর, ৫৯:০৭)

হাদীসের বাণী: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ-



www.nagorikpathagar.org

"কেউ যদি (মৃত্যুর সময়) সম্পদ রেখে যায়, তা তাদের পরিবার পরিজনের, আর কেউ যদি ঋণ রেখে মারা যায় তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার (তথা রাষ্ট্র শাসকের)।" (আবু দাউদ)

অথচ তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের ঋণের বোঝায় চাপা পড়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আত্মহত্যা করে। সুতরাং ইসলাম সেকেলে নয় বরং এটাই বাস্তব ও যুক্তিসংগত আধুনিকতা। তাই এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব। তাই প্রয়োজন **ইসলামী আন্দোলন।**

**৫। আন্দোলনের কোন ভাইয়ের আচরণে কষ্ট পাওয়াঃ**

এটা নিতান্তই অসার যুক্তি। কারো আচরণে কষ্ট পেয়েছেন তাই বলে কাজ বাদ দিয়েছেন, এতে করে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল? যার আচরণে কষ্ট পেয়ে আপনি সরে গেলেন এতে তার কি ক্ষতি হল? সে আপনার সাথে খারাপ আচরণ করেছে তাই তো তার অপরাধের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আপনি ইবাদাতের উন্নত পথ থেকে সরে গিয়ে তো নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারলেন। তাছাড়া যিনি আপনাকে কষ্ট দিয়েছেন, তিনিও তো মানুষ। তিনি কি ভুল করতে পারে না? সাহাবায়ে কেরামগণের (রাঃ) কেউ কি কারো সাথে রাগ করে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন? বরং তাঁরা অত্যন্ত উদারতার সাথে তাদের সহকর্মীদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। কখনো তারা কোন কষ্টকে হিংসায় পরিণত করেন নি। তাদের ব্যাপারে কোরআনের বাণীঃ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ-

"তারা কাফেরদের উপর বজ্র কঠোর, পরস্পর রহমদীল।" (ফাতহ, ৪৮:২৯)

**কোরআনের বাণীঃ**

لَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ اَلا اَلاَّ تَعْدِلُوْا-

"আরেকটি সম্প্রদায়ের হিংসা যাতে তোমাদের এতটুকু উত্তেজিত না করে যে, তোমরা ন্যায় নীতি লংঘন করে বসবে।" (মায়েদা, ০৫:০৮)

সুতরাং কোন ভাই যদি আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকে তা তার অপরাধ। তাই বলে আপনি ইসলামী আন্দোলনের মত এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সামান্য একটি যুক্তিতে গুরুত্বহীন ভাবছেন। ইসলাম বিরোধী শক্তির হাজার নির্যাতন সহ্য করার জন্য আপনি যে ব্যক্তি প্রস্তুত, কিন্তু একজন সহকর্মীর একটু ভুলে আপনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেন নি? অথচ রাসূল (রাঃ) এর বাণীঃ

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ وَاِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-

"ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যার হাতে শক্তি আছে, প্রকৃতপক্ষে সেই শক্তিশালী যে রাগের সময় নিজেকে দমন করে।" (বুখারী, মুসলিম)



www.nagorikpathagar.org

কোরআনের বাণীঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

"যারা রাগকে দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে আর আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীল তথা মুহসিনদের ভালোবাসেন।" (আলে ইমরান, ০৩:১৩৪)

আপনি কি মুহসিনদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না? আর আপনি যে কষ্টের স্বীকার হয়ে ইসলামী আন্দোলন থেকে দুরে সরে যাচ্ছেন, আপনার দুরে সরে যাওয়ার কারণে আপনার দায়িত্বশীল কিন্তু আপনার আচরণে কষ্ট পাচ্ছে। সুতরাং যে অপরাধের কারণে আপনি রাগান্বিত আপনি নিজেই কিন্তু সে অপরাধ করতে যাচ্ছেন।

**৬। দায়িত্বশীলের দাড়ি না রাখা, শার্ট, প্যান্ট পরা ইত্যাদিঃ**

এটাও এক ধরনের অসার যুক্তি। সব দায়িত্বশীলই কি দাড়ি রাখে না? কিছু দায়িত্বশীল তো দাড়ি রাখে। আপনি তাদের দেখে তো আন্দোলন করতে পারেন, কিন্তু যারা রাখে না আপনার দৃষ্টি শুধু তাদের উপর পড়ল কেন? তাছাড়া দায়িত্বশীল দাড়ি না রাখলে যদি তার গুনাহ হয় অন্তত আপনার তো গুণাহ হওয়ার কথা নয়। কারণ কোরআনের বাণীঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى-

"একজনের পাপের বোঝা অপরজন বইবে না।" (ফাতের, ৩৫:১৮)

আপনি কি চিন্তা করেছেন, ঐ লোক দাড়ি না রেখে যতটুকু অপরাধ করেছে আপনি ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থেকে বাতিলের কর্তৃত্বের জন্য এর চাইতে বেশী সুযোগ করে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আপনি একজন ইমাম সাহেবকে মসজিদে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখে যদি নামাজ পড়াই বাদ দিয়ে দেন, তাহলে সে যদি তার পঞ্চাশ পয়সার ক্ষতি করে আপনি তো আপনার গোটা মূলধনই শেষ করে দিলেন।

এবার আমি একটু ভিন্নভাবে বলতে চাই, আপনি ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে দেখেন আপনার দাড়ি রাখতে কেউ নিষেধ করেছে কি না? নিঃসন্দেহে আপনি এই ধরনের কোন প্রমাণ দেখাতে পারবেন না, ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ যদি তাই হয়, আপনাকে কেউ নিষেধ করে তাহলে আপনিই বা সে নিষেধ মানতে যাবেন কেন? আপনি অবশ্যই হাদীসের বাণী জানার কথাঃ

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ-

"স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

মূলকথা হলো আপনার মত বড় দাড়িওয়ালা এবং তাকওয়াবান ভাইয়েরা ইসলামী আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন না করার কারণেই হয়তো বা নেতৃত্ব তাদের



www.nagorikpathagar.org

হাতেই রয়েছে। এজন্য আমি আপনাকে আহবান জানাই, আপনি বড় দাড়ি রেখেই ইসলামী আন্দোলনের স্বার্থে ইসলামকে বিজয় করার মানসে জীবন বাজি রেখে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুন, আর যারা বলে ইসলামী আন্দোলন করলে বড় দাড়ি রাখতে সমস্যা হয়, আপনি তাদের জন্য নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন আর বলুন আমি বড় দাড়ি রেখে ইসলামী আন্দোলন করি, কিন্তু আমার কোন সমস্যা হয় না। তাহলে অবশ্যই দেখবেন আপনার দেখাদেখি আরো বহু লোক ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবে।

এবার আরো একটু ভিন্নভাবে পর্যালোচনা করি। ইসলামের দৃষ্টিতে দাড়ি না রাখাই কি সবচেয়ে বড় অপরাধ? এর চাইতে বড় অপরাধ কি আমাদের সমাজে নেই? আপনি যার ছোট দাড়ি বা দাড়ি না রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন, আপনি কি তাকে তার ইসলামী আন্দোলন পূর্ববর্তী জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন? হয়তো বা সে আগে অনেক নামাজ কাযা করত। অনেক অসামাজিক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ত। মানুষের হক নষ্ট করা বড় অপরাধ এমন অনুভূতিই হয়তো তার ছিল না। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর থেকে তো তার জীবনের ঐ খারাপ দিকগুলো কিছুটা হলেও কমতে শুরু করেছে। তাই বলে দাড়ি না রাখাটাই ঠিক একথা বলার ধৃষ্টতা আমি করিনা। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে যেটা যতটুকু বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেটাই তত আগে বলতে হবে।

পুরো বুখারী শরীফে দাড়ি সংক্রান্ত হাদীস আছে মাত্র তিনটি। আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, তিন হাদীস বলেই কি অবজ্ঞা করবেন? অসম্ভব! তিন হাদীস কেন, আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর একটি কথাও যদি কেউ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে তার ঈমান বিদ্যমান থাকার ন্যূনতম সুযোগ নেই। তাই অবজ্ঞা করার প্রশ্নই আসে না, নাউযুবিল্লাহ। পক্ষান্তরে আমার প্রশ্ন আপনার প্রতি, যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ-

"যদি তোমরা সুদ বন্ধ না কর তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর।" (বাকারা, ০২:২৭৯)

**হাদীসের বাণী:**

اِنَّ الرِّبوا سَبْعُوْنَ جُزْءًا وَاَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ-

"সুদের রয়েছে সত্তর প্রকার গুনাহ তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুনাহ হলো আপন মায়ের সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া।"

সেই সুদের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য আপনি কতটুকু পেরেশান, আর দাড়ি রাখানোর জন্য কতটুকু পেরেশান?

**হাদীসের বাণী-** اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا-

"গীবত যিনার চাইতেও জঘন্যতর" (বায়হাকী)।



www.nagorikpathagar.org

আপনি কি গীবত থেকে মুক্ত? যদি আপনি মুক্ত হয়েও থাকেন এ পর্যন্ত মানুষকে গীবত থেকে মুক্ত করার জন্য কতদিন চেষ্টা করেছেন?

**রাসূল (সঃ) এর বাণীঃ**

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ-

"যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে নামাজ ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।"

আপনার বিবেককে প্রশ্ন করুন, আপনি কি কখনো অবহেলা করে নামাজ ছাড়েন না?

যদি আপনার নামাজ ঠিকও থাকে তবুও আপনি এই সমাজের কয়জন মানুষকে নামাজী বানানোর জন্য চেষ্টা করেছেন?

**কোরআনের বাণীঃ**

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে।" (নিসা, ০৪:৬৫)

আপনি কয়দিন রাসূল (সঃ) এর আলোকে আপনার বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন? হয়তো আপনি বলবেন আপনার কাছে সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু এ পর্যন্ত অন্যজনের দাড়ি না রাখার দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে যত সময় ব্যয় করেছেন, সম্ভবত ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এর হাজার ভাগের এক ভাগও চেষ্টা করেন নি।

**রাসূল (সঃ) এর বাণীঃ**

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ ..... اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

"মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি..... একটি হলো যখন আমানত রাখা হয় তখন তা খেয়ানত করে।" (বুখারী)

আপনি কি আমানত পুরোপুরি রক্ষা করেন? যদি করে থাকেনও এ সমাজের কয়জন মানুষকে আমানতদারীতার ব্যাপারে দাড়ি রাখার চাইতেও বেশী গুরুত্ব বুঝিয়েছেন?

**হাদীসের বাণীঃ**

اِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ-

"নিশ্চয় হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে।"



www.nagorikpathagar.org

আপনি কি হিংসা থেকে মুক্ত? যদি মুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে সমাজের মানুষকে এর কুফল সম্পর্কে কি দাড়ির গুরুত্বের চেয়ে বেশী বুঝিয়ে থাকেন?

সম্মানিত পাঠক, ইসলাম যে বিষয়কে যে পরিমাণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বলেছে ঐ ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। তাহলেই ইসলামের প্রকৃত হক আদায় হবে। আপনি সম্ভবত কোরআন ও হাদীসের এমন একটি উদ্ধৃতিও দেখাতে পারবেন না যে, দাড়ি না রাখা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল, দাড়ি না রাখা যিনার চাইতেও জঘন্য, দাড়ি না রাখা কুফরী, দাড়ি না রাখলে ঈমানদার হওয়া যাবে না, দাড়ি না রাখা মুনাফিকের আলামত, দাড়ি না রাখা মানে অন্য আমল নষ্ট হয়ে যাওয়া।

আমি আবারও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, আমার উক্ত আলোচনা থেকে কেউ দাড়ি না রাখার যুক্তি খুঁজে বের করুন তা আমি বিন্দু পরিমাণও কামনা করি না। কিন্তু ইসলামকে তার মনমত ব্যাখ্যা না করে আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ) এর পথেই চলতে দেয়া উচিত। সুতরাং আহবান জানাই নিজের দাড়ি বড় করেই ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে যান, অন্যের দোষ দেখে সত্য পথ থেকে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

দাড়ির বিষয়টি শেষ করতে চাই এভাবে, আমার আপনার অভ্যন্তরে এমন কিছু অপরাধ আছে যা পৃথিবীর অন্য কোন শক্তি জানে না একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত। আর নিজেরা আমাদের অপরাধ গুলো ভালো করেই জানি।

**রাসূল (সঃ) এর বাণীঃ** لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَاتَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ-

"তুমি নিজের ব্যাপারে যা জান, তাহাই যেন অন্যের দোষ ধরা থেকে তোমাকে বিরত রাখে।" (বায়হাকী শুয়াবিল ঈমান)

لاَتَتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ يَتَّبِعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَّتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ-

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দোষ তালাশ করো না, কেউ যদি তার ভাইয়ের দোষ তালাশ করে আল্লাহ তার দোষ তালাশ শুরু করবেন, আর আল্লাহ তায়ালা যার দোষ তালাশ শুরু করবেন তাকে ঘরের ভিতরে হলেও লজ্জিত করে ছাড়বেন।"

**শার্ট প্যান্ট পরাঃ**

শার্ট প্যান্ট পরা হারাম একথা ওলামায়ে কেরামগন বলেন না। তবে শার্ট প্যান্ট এর চাইতে পায়জামা, পাঞ্জাবী অবশ্যই সুন্দর, সতর্কতা মূলক এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। এজন্য আমরাও পায়জামা পাঞ্জাবীকেই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তাই বলে কারো শার্ট প্যান্ট পরা দেখে নিজের ইসলামী আন্দোলন



www.nagorikpathagar.org

না করার যুক্তি তালাশ করা আরেক নির্বুদ্ধিতার শামিল। প্রসংগত বলে রাখা প্রয়োজন, শার্ট প্যান্ট পরলেও তা শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমারেখার ভিতরেই হতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ছাড় নেই । কিন্তু কিছু ভাইদের মন্তব্য শুনে হতবাক হতে হয়, তারা বলেন "শার্ট প্যান্ট পরা হারাম " জিজ্ঞাসা করলাম দলীল কি ? জবাবে বললেন :

مَنْ تَشَابَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ-

"অর্থ: যে যার সার্দৃশ্য রাখে সে তাদেরই একজন।"

"সুতরাং শার্ট, প্যান্ট যেহেতু ইহুদী, নাসারাদের পোষাক এটা তাদের সাদৃশ, তাই এটা পরা হারাম।"

এই হলো আমাদের চিন্তা চেতনা । আমাদের জন্য খুবই আফসোস হয়। আমরা মুসলিম পরিবারের সন্তান হওয়ার পরেও

* শত শত মিথ্যা কথা বলি
* গীবত করি
* মাজারে গিয়ে সিজদা করি
* আমানত খেয়ানত করি
* পর্দা লংঘন করি
* মানব রচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করি
* নামাজ কাযা করি
*কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলি
* রাসূল (সা:) এর উম্মত দাবী করে তাঁরই বিরুদ্ধাচরণ করি
* অশ্লীল সিনেমা দেখে আনন্দ উপভোগ করি
* সুদ মুক্ত অর্থনীতিকে সেকেলে মনে করি

এক কথা জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কত যে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত, ইয়াহুদী নাসারাদের উত্থিত মতবাদের কত পদলেহন করি।

এগুলোর কোন একটিতে বলতে শুনলাম না "যে যার সাথে সম্পর্ক সে তাদেরই একজন" সব অভিযোগ ঐ শার্ট প্যান্টের বিরুদ্ধে। দুনিয়ার হাজারো অপকর্মকারী ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে শামিল হওয়া যাবে, কিন্তু শার্ট প্যান্ট পরা ইসলামী আন্দোলন করা যাবে না । আহ! নির্বুদ্ধিতার শেষ কোথায়?

**৭. অনেক কষ্ট সহ্য, ধৈর্য ধারণ করা:**

১ নং যুক্তিতে এর জবাব দেয়া হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

**৮. রাজনীতি ভালো লাগে না:**

আপনার এই যুক্তির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ । কারণ এক সময় আমি নিজেও রাজনীতিকে খুব ঘৃণা করতাম। কারণ আমি জানতাম রাজনীতি মানেই চাদাঁবাজি, টেন্ডারবাজি, প্রতারণা, ধোকা, অহেতুক নেতাগিরি, চামচাগিরি, মামাগিরি, হানাহানি আরও যাবতীয় অপকর্মের সমাহার। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে যে রাজনীতি, এ রাজনীতি গতানুগতিক রাজনীতি নয়। বরং এ রাজনীতির মধ্যে কোরআন অধ্যয়ন, হাদিস অধ্যয়ন, নবী রাসূলদের জীবনী অধ্যয়ন, নিজের যোগ্যতাকে সমৃদ্ধ করা, নামাজ পড়া, অন্যের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌছিয়ে দিয়ে জান্নাতের রাস্তা সুগম করা। বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করা। জমিনে আল্লাহর হুকমত প্রতিষ্ঠা করা। স্বার্থবাদিতা আর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করা। যেখানে কোন দলাদলি বা নেতা হওয়ার প্রতিযোগীতার সুযোগ নেই । নেতৃত্বের জন্য তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই মূল মানদন্ড।

**কোরআনের বাণী:**

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ-

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সবচেয়ে সম্মানিত, যে যত বেশী আল্লাহকে ভয় করে।" (হুজরাত, ৪৯:১৩)

তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার বিধান জমিনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান। যুগে যুগে নবী রাসূলগন সে দায়িত্বই পালন করেছেন। সুতরাং আপনি রাজনীতি ভালো লাগে না বলে বসে থাকবেন, আর ইসলাম বিরোধী শক্তি ক্ষমতার মসনদে বসে ইসলাম ধ্বংসের লাইসেন্স পেয়ে যাবে, এ ধরনের হীনমন্যতা ইসলাম শিক্ষা দেয় না। সুতরাং ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাজনীতির বিকল্প নেই। ঔষধ যেমন তিতা লাগলেও রোগমুক্তির জন্য খেতে হয়, শীতকালের ফজরের নামাজ অত্যন্ত কষ্ট হলেও যেমন পড়তে হয়, অনুরূপ আপনার ভালো না লাগলেও ইসলামকে প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই রাজনীতি করতে হবে। ইমাম হাসানুল বান্নার একটি কথা প্রসংগত বলা যায়-

We call you to the teaching of Islam, to the way of Islam, to the rules of Islam, to the gudince of Islam, if this means politics to you than this is our politics.

"আমরা তোমাকে ইসলামের শিক্ষার দিকে ডাকি, ইসলামের পথে ডাকি, ইসলামী শাসনের দিকে ডাকি, ইসলামের দিক নির্দেশনার দিকে ডাকি,যদি এটা তোমাদের কাছে রাজনীতি মনে হয়, জেনে রেখ এটাই আমাদের রাজনীতি।"

**৯। ক্ষমতার লোভে এসব রাজনীতি:**

অবশ্যই ক্ষমতার লোভে এসব রাজনীতি। ক্ষমতা না থাকলে আপনি ঘুষ বন্ধ করতে পারবেন না, দূর্নীতি বন্ধ করতে পারবেন না, যাকাত আদায়ে বাধ্য করতে



www.nagorikpathagar.org

পারবেন না, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারবেন না, চোরের হাত কাটতে পারবেন না, ব্যাভিচারীকে শাস্তি দিতে পারবেন না, কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না, মজলুম জনতার পূর্নবাসনে কাজ করতে পারবেন না, সুদ বন্ধ করতে পারবেন না, তাই অবশ্যই ক্ষমতা প্রয়োজন। তবে এই ক্ষমতা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের জন্য নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কেউ এই দুনিয়াতে ক্ষমতা লাভ করলেও আখেরাতে সে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে না। কারণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া। কোরআনের বাণী:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ- تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِه وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ-

"হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব যাতে তোমরা যন্ত্রনাদায়ক আযাব থেকে বাঁচতে পারবে? তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করবে। (আস সাফ, ৬১:১১)

তাছাড়া 'ক্ষমতার লোভে রাজনীতি' এই অভিযোগ আজ নতুন নয়। ফেরাউন সহ তার পরিষদ বর্গ মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) কেও একই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কোরআনের বাণী:

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَائَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِيْ الْاَرْضِ-

"তারা বলল (হে মুসা, হারুন) তোমরা কি এজন্যই এসেছ যে, আমাদের বাপ দাদার প্রদত্ত রাস্তা থেকে আমাদের ফিরাতে? আর তোমরা দুজনেই দেখি জমীনে ক্ষমতা চাইতেছ।" (ইউনুছ, ১০:৭৮)

**১০। রাজনীতি দুনিয়াদারীর ব্যাপার:**

৮ নং যুক্তিতে এর জবাব দেয়া হয়েছে। তারপরও বলছি একটি উদাহরণের মাধ্যমে। মাওলানা মওদুদী (রঃ) কে একজন বলেছেন, আপনারা যে ক্ষমতার জন্য চেষ্টা করছেন এটাতো দুনিয়াদারীর ব্যাপার। তখন তিনি উত্তর দিলেন, আপনার দৃষ্টিতে এটা দুনিয়াদারী আর তাহলে দ্বীনদারী কি এটা? "রাতের তিনটায় ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বেন আর দিনের বেলায় শয়তানের সিংহাসন বানাবেন।"

আজ যারা রাজনীতি দুনিয়াদারীর ব্যাপার বলে এড়িয়ে যান তারাই শয়তানের সিংহাসন বানাতে লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছেন। বরং ঐ সকল তাহাজ্জুদ পড়া মানুষ গুলো যদি সত্য ও সুন্দরের, ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করতেন তাহলে বাতিল শক্তির দম্ভ অনেক আগে চূর্ণ হয়ে যেত। সংসদের ৩০০ আসনই আর খারাপ লোকে ভরপুর থাকত না।



www.nagorikpathagar.org

বরং ঐ ভালো লোকেরা তাদের অপকর্মের প্রতিবাদ করে ইসলামের পক্ষে ভূমিকা রাখতে পারতেন।

## ১১। ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে মানুষ লাঠির ভয়ে নামাজ পড়বেঃ

কিছু মোটা মাথার লোকেরা যুক্তি দেখায়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার দরকার নেই কারণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে নাকি মানুষ লাঠির ভয়ে নামাজ পড়বে। যারা এটা বুঝায় তারা কি বুঝল, আর যাদেরকে বুঝায় তারাই বা কি বুঝল?

উল্টো যদি আমি এখন প্রশ্ন করি, এখন যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকে কি কেউ লাঠির ভয় দেখিয়েছে? যে, নামাজ পড়লে মারবে? তাহলে তারা নামাজ পড়ে না কেন? আসলে নামাজ পড়ার বিষয়টি লাঠির বিষয় নয়। বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে নামাজের পরিবেশ কয়েম হয়ে যাবে। যেমন এখন মন্ত্রী, এমপিরা নামাজের এতটা ধার ধারে না, সুতরাং তাদের অধীনস্তদের নামাজের এত টেনশন কোথায়? কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে তো মন্ত্রী, এমপি, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি তারা নিজেদের উদ্যেগেই নামাজ পড়বে, ফলে নামাজের সময় অফিস আদালত সব বিরতি থাকবে। তখন স্বাভাবিক ভাবেই নামাজের একটি পরিবেশ কায়েম হয়ে যাবে। আরো একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে, যেমন আপনি বাসে উঠেছেন পথিমধ্যে আসরের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি ড্রাইভারকে বলার পরও সে গাড়ি থামায় নি, তার মানে ইচ্ছা থাকা সত্তেও আপনি যথাসময়ে নামাজ পড়তে পারেন নি। আপনার মত ঐ বাসের আরো অনেকেরই একই অবস্থা। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মানেই হলো নামাজের সময় রাষ্ট্রের সকল কাজে বাধ্যতামূলক বিরতি থাকবে। বর্তমান সৌদি আরব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকেরও একই অবস্থা, নামাজের সময় তাদের সকল কার্যক্রম স্থগিত থাকে। তাই খোঁড়া যুক্তির অজুহাতে ইসলামী আন্দোলন না করার অবকাশ নেই।

## ১২। ইসলামী দলগুলোতে বিভেদঃ

এটা আসলে আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক বিষয়। আমাদের দেশের ইসলামী দলগুলো পরস্পর কাঁদা ছোড়াছোড়িতে লিপ্ত। সবাই নিজেদেরকেই একমাত্র খাঁটি মনে করে, অন্য সব তাদের দৃষ্টিতে গোমরাহ। মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায় এক দল অন্য দলকে কাফের না বলা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। ইসলাম বিরোধিরা ঐক্যবদ্ধভাবে, ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অথচ ইসলামী দলগুলো খুঁটিনাটি তর্কে লিপ্ত। যেমন, একজন নামাজ পড়ল কি না পড়ল এর চাইতে বড় প্রশ্ন কেন সে শার্ট গায়ে দিল? ফরজ নামাজের খবর নেই, ঝগড়া লাগে আসহাবে কাহাফের কুকুর কালো রংয়ের ছিল না লাল রংয়ের? এমনকি ঝগড়া এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে একজন অন্যকে কাফের বলে আখ্যা দেয়। অথচ রাসুল (সঃ) এর বাণীঃ

مَنْ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا-



www.nagorikpathagar.org

"কেউ যদি তার অপর ভাই কে কাফের বলে তাহলে সেটা তাদের দুজনের একজনের উপরই গিয়ে বর্তায়"

আমরা এগুলো নিয়ে খুবই মর্মাহত, এজন্য আপনি বিবেক দ্বারা সত্যটি বুঝে নিতে চেষ্টা করুন। আপনি দেখুন কারা নিম্নের গুনের অধিকারী ?

* নিজেদের মধ্যে বিভেদ নেই
* জ্ঞানের বাহাদুরী নেই
* নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ নেই
* দলে কোন ভাঙ্গন নেই
* কারা কথায় কথায় ফতোয়া দেয় না
* কাদের কাজ খুব বেশি সুশৃংখল?
* কাদের কর্মপদ্বতি আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অগ্রগামী?
* অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ভাবে কারা সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে?

উদাহরণ স্বরূপ, আপনার ছোট ভাই অথবা ছেলে যদি অসুস্থ হয়, আর গ্রামের পাঁচজন ডাক্তার যদি পাঁচ রকমের ঔষধ দেয়, আপনি রাগ করে চিকিৎসা বন্ধ করে দেন না, যে একেক জন একেক রকম কথা বলে? বরং আপনার বিবেক দিয়ে যাচাই করে আপনি যাকে অভিজ্ঞ মনে করেন তার চিকিৎসাই গ্রহণ করেন। তাই ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ধরনের যুক্তি দিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই, বরং নিজের বিবেক দ্বারা সিদ্বান্ত নিতে হবে।

## ১৩। জামায়াত- শিবির স্বাধীনতা বিরোধীঃ

এটা ডাহা মিথ্যা কথা। মারাত্মক অপপ্রচার। আপনার স্বাধীনতা পরবর্তী ৩০/৪০ বছর জীবনে আপনার স্বচক্ষে জামায়াত শিবিরকে কী স্বাধীনতা বিরোধী কাজে পেয়েছেন? হয়ত আপনি পত্রিকায় দেখেছেন বা কিছু মিডিয়ার অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। আপনার গ্রামে জামায়াত ও শিবিরের কিছু লোক আছে যারা আপনার সামনেই বড় হয়েছে। কারো দ্বারা প্রতারিত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে যেতে পারবেন, আল্লাহর আদালতকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। এই চিন্তা মাথায় রেখে বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন, আপনার মহল্লায় কি আপনি এরকম কোন প্রমাণ দেখাতে পারবেন? যারা অপপ্রচার গুলোর মূল হোতা তারা নিজেরাই স্বাধীনতা নস্যাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "দেশ গোল্লায় যাক"। এদেশের জাতীয় পতাকাকে যখন ভারতে নর্তকীদের পায়ের নিচে দিয়ে নৃত্য উৎসব করে তখন তথাকথিত স্বাধীনতার ধারক বাহক গণ এতটুকু প্রতিবাদ করারও সাহস করে না। বরং স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীর লকবের চাইতে ভিন দেশের মুখ্যমন্ত্রীই উনাদের ভালো লাগে। এটাই কি দেশের প্রতি ভালোবাসা? ধিক্কার তাদের জন্য। অথচ বলা হয় জামায়াত শিবির স্বাধীনতা বিরোধী। কিন্তু বাংলাদেশের চাইতে অন্য কোন দেশকে তাদের ভালো লাগে জামায়াত শিবিরের কোন কর্মসূচী থেকেই এটা প্রমাণ করানো



www.nagorikpathagar.org

যাবে না। ইনশাআল্লাহ। বরং জামায়াত শিবিরই এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বাস না হলে দুচোখ দিয়ে ভালো করে দেখুন। শিবির প্রতিবছর বাংলাদেশের হাজার হাজার A+ পাওয়া ছাত্র/ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেয়, যে কোন সময় কারো রক্তের প্রয়োজন হলে স্বেচ্ছায় রক্ত দান করে, বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ভর্তির জন্য অনেক গুলো কোচিংই তারা নিয়ন্ত্রণ করে, জাতীয় দুর্যোগে সহযোগীতা করে শীতবস্ত্র বিতরণ, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বৃত্তি দেয়, প্রতিবন্ধী ছাত্রদের বৃত্তি দেয়" বৃক্ষরোপন অভিযান করে। দেশের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে নিজেদের ব্যক্তিগত টাকা খরচ করে এগুলো করা কি সম্ভব? পক্ষান্তরে যারা স্বাধীনতার ধারক বাহক বলে দাবীদার তারা দেশগড়ার কাজে কি করছে তা পাঠকেরই বিচার্য। হয়তো তাদের অবদান হিসেবে পাওয়া যাবে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, মদ, গাজা, অশ্লীল সিডি ও কত কি? সুতরাং জামায়াত শিবির স্বাধীনতা বিরোধী এই খোঁড়া অজুহাত দিয়ে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকলে কোন লাভ হবে না, বরং স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে জামায়াত এবং শিবিরকে স্বীকার করে, এই মহান কাজে আত্মনিয়োগ করে দেশ ও ইসলামকে এগিয়ে নেয়ার উদাত্ত আহবান জানাই।

**১৪। মওদুদী আকীদা খারাপঃ**

ভুল ধারণা। মওদুদী আকীদা খারাপ এই জন্য ইসলামী আন্দোলন করবেন না? আপনাকে কেউ কি মওদুদীর আকীদা মানতে হবে এই ধরনের দাওয়াত দিয়েছেন? মওদুদীর আকীদা মানতে আপনি বাধ্যও না। কোরআন ও হাদীসের কোথাও আছে নাকি মওদুদী আকীদা যারা মানবে না তারা জাহান্নামে যাবে? সুতরাং মওদুদী (রঃ) আকীদা নিয়ে আপনার এত টেনশনের দরকার নেই। আপনার আমার প্রয়োজন হলো কোরআন ও হাদীসের পথে চলা, মওদুদীর (রঃ) পথে নয়।

**কোরআনের বাণীঃ**

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ-

"যদি তোমাদের কোন মত পার্থক্য হয় তাহলে তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকে ধাবিত হও।" (নিসা, ০৪:৫৯)

لَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ-

"আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এগুলো আকড়ে ধরবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো :

১. আল্লাহর কিতাব ২. সুন্নাতুর রাসূল (সঃ)।" (মুয়াত্তা)

ইসলামী আন্দোলন যদি ফরজ হয়ে থাকে মওদুদীর (রঃ) কারণে তা তো নফল হয়ে যাবে না? মওদুদী (রঃ) কেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ) এর কথার বিপরীত হলে



www.nagorikpathagar.org

তো হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কথাও মানা যাবে না। যেদিন খলীফা হয়েছিলেন সেই দিনই তিনি তা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন।

মওদুদী (রঃ) এর আকীদা খারাপ, আপনি তা কি করে বুঝলেন? আপনি কি তার ঈমানের হাকীকত, ইসলামের হাকীকত, ইসলাম পরিচিতি, তাফহীমুল কোরআন বা অন্য কোন লিখিত বই পড়েছেন? না পড়ে আপনি নিঃসন্দেহে কারো থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। যাচাই করা ব্যতীত কোন শুনা বক্তব্য বলা কি ইসলাম সম্মত? হাদীসের বাণী:

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ-

"মানুষ মিথ্যাবাদীর হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যাই শুনে তাই বলে বেড়ায়।" (মুসলিম)

**কোরআনের বাণী:**

يَاايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ-

"হে ইমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক।" (হুজরাত, ৪৯:১২)

সুতরাং যারা মওদুদী আকীদা খারাপ বলে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে বলব, কারো বিরোধীতা করতে হলে জেনে শুনে করতে হয়। তাই তার বই নিজে কিছু পড়বেন তাহলে আশা করি আপনার ভুল ভেঙ্গে যাবে। তবে এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ মনে পড়েছে, একবার কে নাকি বলছিল মওদুদী আকীদা খারাপ। তখন অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বলেছেন, আপনি কি উনার বই পড়ে দেখেছেন? তখন ঐ লোক উত্তর দিল, মওদুদীর বই পড়লে তো ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

তখন অধ্যাপক সাহেব পুনরায় উত্তর দিলেন "এক বই পড়লে যার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, তার ঈমান কতদুর মজবুত তা তো বুঝাই যায়।"

## ১৫। নারীর নেতৃত্ব মানা হয় কেন?

অনেকেই যুক্তি পেশ করেন নারীর সাথে ঐক্য করার কারণে ইসলামী আন্দোলন করেন না। আমাদের সমাজে নারীর সাথে ঐক্য একটি হারাম কাজই চলে না কি আরো হারাম কাজ চলে? রাস্তায় চলতে গেলে পরনারীর দিকে দৃষ্টি পড়ে, অবশ্যই এটা হারাম কাজ। আমরা বেঁচে চলতে চেষ্টা করি, কিন্তু চতুর্দিকে অশ্লীলতা এতই বেশী যে তা থেকে বাঁচা কষ্টকর হয়ে যায়। তাই অনিচ্ছায় ভুলের জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না।

কোরআনের বাণী: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا-

"আল্লাহ তায়ালা কারো উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (বাকারা; ০২:২৮৬)



www.nagorikpathagar.org

আরো একটি উদাহরণ, যেমন মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু কেউ যদি অনন্যোপায় হয়ে খায় তার জীবন বাঁচানোর স্বার্থে, (অন্তত যতটুকু হলে নাই হয়) তাহলে তার গুনাহ হবে না। কোরআনের বাণী:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ-

"সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালংঘনকারী না হয় তাহলে তার কোন পাপ নেই।" (বাকারা, ০২:১৭৩)

অনুরূপ ইসলামকে রক্ষা করার স্বার্থে তখন ঐক্যের পরিস্থিতি ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে ইসলামী দলগুলোর সাথে বিএনপির যে ঐক্য হয়েছে তা হয়েছে বি,এন,পির সাথে, নারীর সাথে নয়। তার মানে বি,এন,পির নেতৃত্ব যদি কোন পুরুষের হাতে থাকত, তাহলে জোট হতো না বিষয়টি এমনও নয়। কিন্তু যারা প্রশ্ন করেন বা যুক্তি উপস্থাপন করেন নারীর নেতৃত্ব মানা হবে কেন? তাহলে তাদের প্রতি প্রশ্ন যারা বি,এন,পির নারীর নেতৃত্ব মানেননি তারা তো পরবর্তীতে আওয়ামীলীগের নারীর নেতৃত্ব মানতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ বিরোধী দলে যত সংসদ সদস্য থাকেন, তারা সকলেই প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্বের ভিতরেই অবস্থান করতে হয়। যেহেতু আওয়ামীলীগ তখন প্রধান বিরোধী দল ছিল সেহেতু অন্যদল আওয়ামীলীগের নেতৃত্বই মানতে হয়েছে।

তাছাড়া তখন যদি ওলামায়ে কেরামগণ নারী নেতৃত্ব হারাম শুধু এই কারণেই জোটবদ্ধ না হতেন তাহলে ২০০১ সালেই আওয়ামীলীগকে পরাজিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। অনেকে প্রশ্ন করেন, ইসলামের লাভে জোট করা হলো, কিন্তু কী ফলাফল লাভ হলো? তখন তা ভালো করে কারো বুঝতে বাকী থাকলেও অন্তত ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামীলীগের ক্ষমতাসীনের মাধ্যমে তা আর বুঝার বাকী থাকার কথা নয়।

২০০১-২০০৬ পর্যন্ত কোন মাদরাসাকে জঙ্গী কারখানা সরকারের পক্ষ থেকে বলার পরিবেশ তৈরী হয় নি, ইসলামী রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্র হয় নি, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় নি, কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে মিটিং শুরু করলে বিরূপ মন্তব্য করার সাহস কোন মন্ত্রী দেখাতে পারে নি, সংবিধান থেকে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস তুলে দেয়া হয়নি। সুতরাং তখন ইসলামের কোন উপকার হয়নি, তা যদি কেউ দাবীও করে তবে এখনকার মত ইসলামের বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্রও হয় নি, এটা এর চাইতে বেশী সঠিক। তাই ইসলামের প্রয়োজনেই বাধ্যতামূলক ঐ কাজটি করা হয়েছিল, তবে কারো স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়।



www.nagorikpathagar.org

**১৬। রগ কাটা পার্টিঃ**

১৩ নং যুক্তিতে এর জবাব দেওয়া হয়েছে। বাতিল শক্তি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছে, ইসলামী আন্দোলন এভাবে তার গঠন মূলক কাজের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকলে জনগণ আস্তে আস্তে ইসলামের প্রতিই ঝুঁকে পড়বে। এতে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। ইসলামী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করা মানেই তাদের সুদ, ঘুষ, চাঁদাবাজি শোষণের রাস্তা বন্ধ হওয়া। তাই তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত, যাতে করে জন সাধারণ এর সাথে মিশতে অস্বীকার করে। তাই এই তথাকথিত রগ কাটা শ্লোগানের আবিষ্কার। এটা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নয়। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে যারা ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত সত্যবাদী বলেছে তারাই আবার তাকে পাগল, গনক, কবি, যাদুকর বলে গালি দিয়েছে। অনুরূপ সব রাসূলদের সাথেই এমন আচরণ করা হয়েছে। **কোরআনের বাণীঃ**

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَايَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِؤُوْنَ-

"আমার বান্দাহদের জন্য আফসোস, এমন কোন নবী রাসূল আসে নি যে তারা যাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ না করেছে। (ইয়াছীন, ৩৬:৩০)

সুতরাং সম্মানিত পাঠক, আপনি কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনার বিবেক দ্বারা যাচাই করুন। আপনার যে ভাইটি আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে, তাকে কি আপনার কাছে রগ কাটা চরিত্রের মনে হয়? অবশ্যই না। অথচ আপনি দেখবেন তার ব্যাপারেও হয়তো বা তার সমাজের কোন এক দুষ্ট প্রকৃতির লোক অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি তাদের কিছু বই পড়ুন, তাদের পরিচিতি জানতে চেষ্টা করুন। আপনার ভালো লাগলে ইসলামী আন্দোলন শুরু করুন। তবে কোন ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আপনি খুব ভালো করে জানেন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে আমিও ইচ্ছা করলে আপনার হাতে অস্ত্রের ছবি দিয়ে পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে পারব। কারণ যে সাংবাদিকের মাধ্যমে আমি একাজ করাব, তাকে ১০০০/- টাকা দিলেই হয়তো যথেষ্ট। কেননা তার নৈতিক অনুভূতি বলতে কিছুই নেই। ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ঐ অনৈতিকতা সম্পন্ন সাংবাদিকের অন্যায় রোজগারেও ভাটা পড়বে। তাই পরিকল্পিত ভাবে ইসলামী আন্দোলনকে ধ্বংস করার প্রয়াসে তার কলমটিও এর বিরুদ্ধে একটি নির্লজ্জ হাতিয়ার। নাটকে যেমন ৭ তলা থেকে নায়ককে লাথি মেরে ফেলে দিলে নায়ক আবার পালিয়ে যেতে পারে, অথচ বাস্তবে তা অসম্ভব। কারণ ৭ তলা থেকে পড়লে তো অমনিতেই তার জীবন শেষ হওয়ার কথা। ঠিক নাটকের কায়দায় ইসলামী আন্দোলনকে জব্দ করার অপচেষ্টা চলমান। কিন্তু এদেশের মানুষ স্বাক্ষী, আপনি নিজেও একজন স্বাক্ষী, আদালত স্বাক্ষী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা



www.nagorikpathagar.org

স্বাক্ষী আজ পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেনি, পারবেও না ইনশাআল্লাহ।

**১৭। ইসলামী আন্দোলন মানে জংগীবাদঃ**

এটা আরো একটি অপপ্রচার। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জংগীবাদের ন্যুনতম সম্পর্কও নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে জংগীবাদ একটি জঘন্য অপরাধ। তারা ইসলামের নাম নিয়ে সত্যিকারের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনগণের মনে ভীতি এবং বিদ্বেষ ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করছে। তারা ইসলামের দুষমনদের ক্রীড়ানকের ভূমিকা পালন করছে। ইসলামের বিধান হলো, রাসূল (সঃ) এর আদর্শ ব্যতিরেকে যত ভালো কাজই হোক না কেন তা প্রত্যাখাত।

**হাদীসের বাণীঃ** مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ-

"কেউ কোন কাজ করল অথচ এ ব্যাপারে আমাদের কোন বিধান নেই, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।" সুতরাং আমরা ইসলামের মৌল দুটি উৎস কোরআন এবং হাদীস থেকে জানতে চেষ্টা করব ইসলাম জংগীবাদ সম্পর্কে কী বলে?

**কোরআনের বাণীঃ**

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِىْ الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا-

"যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূপৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াই কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করলো। (মায়েদা, ০৫:৩২)

**কোরআনের বাণীঃ**

لاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ اَثَامًا-

"আল্লাহ যে প্রাণ সত্তাকে সম্মানার্হ বলে ঘোষনা করেছেন, বিনা অধিকারে তাকে তারা বধ করে না এবং ব্যভিচারও করে না। আর যে এটা করবে সে তার শাস্তি পাবে। (আল ফুরকান, ২৫:৬৮)

**হাদীসের বাণীঃ**

اَكْبَرُ الْكَبَائِرَ الْاِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ-

"বড় গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা, হত্যা করা, পিতা মাতার অবাধ্যতা করা, ও মিথ্যা বলা।"



www.nagorikpathagar.org

সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের নাম নিয়ে জংগীবাদ বা সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে হত্যাযজ্ঞ চালায় সে জিহাদের সওয়াব পাবে তো দূরের কথা, বরং তাকে আল্লাহর দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোন ধরনের হঠকারী আচরণের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা নিরেট অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে ভাবে গণবিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র নির্ভুল প্রক্রিয়া। অর্থাৎ প্রথমে মানব জনগোষ্ঠীকে ইসলামের আহ্বান করতে হবে, যারা সাড়া দিবে তাদের নিয়ে একটি সংগঠন গঠিত হবে। অতপর ঐ সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে ইসলাম ও তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে, তাদের নৈতিক চরিত্রকে প্রশিক্ষিত করে, একদল যোগ্য লোকে পরিণত করতে হবে। পরবর্তীতে তারাই সমাজের বিভিন্ন বিভাগ থেকে নেতৃত্ব দিয়ে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সত্যিকারের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে।

**১৮। পড়ালেখার ক্ষতি হবেঃ**

এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। ইসলামী আন্দোলন কেন, যে কোন কাজই একটি করলে অপরটি ঘাটতি হবে এটাই স্বাভাবিক। আপনি যদি ঘুমাতে থাকেন আপনার নামাজের ক্ষতি হবে। আপনি নামাজ পড়তে থাকলে আরো অন্য আরেকটি কাজের কমতি হবে। পড়ালেখা করলে আড্ডা দেয়ার সুযোগ কমে যাবে, আড্ডা দিতে থাকলে পড়ালেখার দায়িত্ব আদায় হবে না। তাই বলে কি আপনি পড়ালেখার জন্য খাওয়া দাওয়া ঘুম ইত্যাদি ছেড়ে দিবেন? নিঃসন্দেহে আপনি একটির চেয়ে অপরটিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকবেন। সুতরাং আপনার বিবেককে প্রশ্ন করুন, ইসলামী আন্দোলন কি এতই অর্থহীন কিংবা গুরুত্বহীন? আপনি খেলাধূলা করে, অযথা গল্প করে, টিভির সামনে বসে থেকে জীবনের কত সময় নষ্ট করেন? তখন পড়ালেখা করতে কেউ আপনাকে নিষেধ করে না। মূল কথা হলো, ইসলামী আন্দোলন করলে আপনার সময় সচেতনতা বাড়বে, পরিশ্রম করে তৃপ্তি খুঁজে পাবেন, নিজের জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার স্বার্থেই আপনার উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের জন্য আপনিই স্ব উদ্যোগী হবেন। তাই পড়ালেখার ক্ষতি হবে বলে আন্দোলন না করার চিন্তা করা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাছাড়া, ইসলামী আন্দোলন না করে আপনি জ্ঞানের বিশাল একরাজ্যে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র এই জ্ঞানের কারণেই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মাফ করে দিবেন? এ আয়াত আমল করার দায়িত্ববোধ থেকে আপনি কি মুক্ত? **কোরআনের বাণীঃ**



www.nagorikpathagar.org

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوْا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا-

"যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল অতপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মত যে পুস্তক বহন করে।" (জুম'আ, ৬২:০৫)

হাদীসের বাণী- কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ব্যতীত বান্দাহ এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন হল,

وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ-

"তার অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?" (তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا اِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ اٰيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتّٰى يَعْلَمَ مَعَانِيْهِنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ-

"আমাদের মধ্য থেকে সাহাবায়ে কেরামগণের অবস্থা ছিল এই যে, তারা দশটি আয়াত শিক্ষা লাভ করলে এগুলোর অর্থ অনুধাবন ও আমল করা ব্যতীত সামনের দিকে অগ্রসর হতেন না।"

এবার আপনাকে প্রশ্ন করি, কেন জ্ঞানের জন্য আপনার এত সাধনা? ইসলামের স্বার্থে নাকি ডিগ্রি অর্জন করে নিজের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য? আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই যদি জ্ঞানার্জন হয় তাহলে এ জ্ঞানের দাবী ছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র বিদ্যমান দেখেও চাকরির ভয়ে অথবা নিজের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা, সত্য বলতে ইতস্ততা বোধ করা তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞানার্জন নয় বরং তার নামে একটি সাইনবোর্ড মাত্র।

**হাদীসের বাণী:** اَلسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ شَيْطَانٌ اَخْرَصٌ-

"সত্য কথা থেকে চুপ থাকে যে, সে বোবা শয়তান।"

**১৯। অনেক বড় আলেমগণ ইসলামী আন্দোলন করেন না:**

উপরোক্ত যুক্তি দিয়ে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকা অনেকের ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই যুক্তির জবাব কয়েক ভাবে দেয়া যেতে পারে।

১। আপনার জানা থাকার কথা, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) কে বলেছেন, "ফাতেমা! মুহাম্মদের (সঃ) মেয়ে হিসেবে কিয়ামতের দিন তোমার ফায়সালা হবে না, তোমার ফায়সালা হবে তোমার আমলের ভিত্তিতে।" যদি



www.nagorikpathagar.org

রাসূল (সঃ) এর কল্যাণে ফাতেমা (রাঃ) মুক্তি না পান, তাহলে কোন আলেমের কল্যাণে আপনি মুক্তি পাবেন?

২। আমার জানামতে কোন বড় আলেম ইসলামী আন্দোলন করেন না এমনটি নেই। বরং কোন আলেম যদি ইসলামী আন্দোলন না করার দাবী করে থাকেন, তাহলে এই বইয়ের শুরুতে যে সব আয়াতগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপারে উনার কর্মসূচী কী তা উনাকেই জিজ্ঞেস করেন।

৩। আপনি যাকে বড় আলেম মনে করেছেন, আল্লাহ তালার দৃষ্টিতেও কি সে বড় আলেম, সেটা আপনি জানেন না। বরং হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন কিছু আলেমকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৪। বড় আলেম ইসলামী আন্দোলন করেন না, তাই বলে আপনিও করবেন না এটা শরয়ী কোন যুক্তিতে টিকে না। বরং কোন দলীলের কারণে তিনি করেন না, সে দলীল গুলো জেনে নিন। তখন বুঝতে পারবেন তার দলীলের মজবুতি কতটুকু?

৫। আমি যদি দলীলের পরিবর্তে আপনাকে বলতাম, অমুক অমুক আলেমগণ ইসলামী আন্দোলন করেন তাই আপনাকেও করতে হবে। তখনই আপনার বলা যুক্তি সংগত হতো যে, এর চাইতে বড় আলেমগণ করেন না, তাই আমিও করি না। কিন্তু আমি তো আপনাকে বলেছি কোরআনের কথা, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনীর কথা, আশারায়ে মুবাশ্বারার অন্তর্ভূক্ত সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) এর কথা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- আপনি বাজারে গিয়েছেন একটি ফ্যান ক্রয় করার জন্য। বিক্রেতা দাম চেয়েছে একটি ফ্যান ২০০০ টাকা, পাঁচ বছর গ্যারান্টি, অপর ফ্যানটি ১৮০০ টাকা, কোন গ্যারান্টি নেই। কোন সন্দেহ নেই ২০০/- বেশী খরচ হলেও আপনি গ্যারান্টি যুক্ত ফ্যানটিই কিনবেন। আপনি, আমি, অথবা ঐ সকল বড় আলেম জান্নাতে না জাহান্নামে যাবে এ ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু আশারায়ে মুবাশ্বারাহর সাহাবায়ে কেরামগন (রাঃ) গ্যারান্টি যুক্ত। সুতরাং গ্যারান্টি যুক্ত বিষয় অনুসরণ করলেই ঝুঁকি এড়ানো বেশী সম্ভব। অবশ্যই তারা যদি দলীল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন সেটা ভিন্ন কথা।

৬। ইমাম আবু হানীফা বড় আলেম ছিলেন সেটা ওলামায়ে কেরামগণের মাঝে সর্বজন স্বীকৃত। আর তাকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়েছে শুধুমাত্র খোদাদ্রোহী শক্তির সাথে আপোষ না করার কারণে। অথচ আমরা যারা তার অগাধ পান্ডিত্যের এবং সাহসিকতার প্রশংসা করি আমরাই কোন কোন সময় খোদাদ্রোহী শক্তির এজেন্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করি। সুতরাং এ যুক্তিতে ইসলামী আন্দোলন না করার বাহানা তালাশ করা, মোটেই সমীচন নয়।

**২০। সাথে আছি, মানোন্নয়নের দরকার কি?:**

অনেকেই বলে থাকেন, ইসলামী আন্দোলন সমর্থন করি কিন্তু মানোন্নয়নের দরকার কি? আপনার জন্য রীতিমত আফসোস। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ-

"ভালো কাজে প্রতিযোগীতা কর।" (বাকারা, ০২:১৪৮) আপনি কি আয়াতের গুরুত্ব অনুভব করেন না? আপনার দুই তলা বিশিষ্ট বাড়ি থাকলে কেন এটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না? কেন তিন তলা বানানোর চেষ্টা করেন? দশহাজার টাকা বেতনের চাকরি



www.nagorikpathagar.org

পেলে কেন আট হাজার টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দেন? আট হাজার টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না কেন? নিজের পকেটের দশ টাকা হারিয়ে গেলে কতটুকু চিন্তা করেন আর ইসলামের বিধান না মানা হলে কতটুকু ব্যথিত হন? আপনার পিতা মাতাকে গালি দিলে সহ্য করতে পারেন না, কিন্তু ইসলামকে ধ্বংস করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করলেও তথাকথিত হেকমতের বাহানা থেকে কেন মুক্ত হতে পারেন না? ছোট ভাই পাঁচ দিন অসুস্থ থাকলে ধৈর্য্য ধরতে পারেন না, কিন্তু কোরআনের বিধান ৪০ বছরও পালিত না হলে আপনার এতটুকু বোধ উদয় হয় না। ৫০/৬০ বছর বাঁচার জন্য এত কিছু করেন, আখেরাতে লক্ষ কোটি তথা অনন্ত জীবনের সমৃদ্ধির জন্য "মানোন্নয়নের দরকার কি?" বলে মন্তব্য করেন। কোরআনের বাণী:

يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ-

"হে মানুষ, তোমার মহিমান্বিত রব সম্পর্কে কিসে তোমাকে প্রতারিত করল?" (ইনফিতার, ৮২:০৬)

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى-

"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও অথচ আখেরাতই উত্তম ও অবশিষ্ট।" (আ'লা, ৮৭:১৬,১৭)

**হাদীসের বাণী:**

مَا الدُّنْيَا فِيْ الْاٰخِرَةِ اِلَّامِثْلُ مَايَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اُصْبَعَهُ وَاَشَارَيَحْيٰى بِالسَّبَّابَةِ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ-

"আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াটা এমন যে, মহাসমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানি যেমন।" (মুসলিম)

كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ-

"দুনিয়ায় এমন ভাবে অবস্থান কর মনে হয় যেন তুমি মুসাফির বা পথিক।"

একসুঁই পরিমাণ পানির জন্য দুনিয়ার কত সংগ্রাম, ত্যাগ আর তিতিক্ষা, মহাসমুদ্রের ব্যাপারে হেয়ালীপনা। প্রতারিত হওয়ার আর বাকী কোথায়?

সুতরাং মানোন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। কারণ সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) রাসূল (সঃ) এর নিকট এসে পরামর্শ চাইতেন যে, আমাকে কিছু উপদেশ দিন যাতে আমি আল্লাহ তায়ালার আরো প্রিয় বান্দাহ হতে পারি। অর্থাৎ সর্বদা তারা মানোন্নায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন।

**২১। নামাজ রোজা, হজ্জ, যাকাত এগুলো করলেই তো চলে:**

রাসূল (সঃ) বলেছেন ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি (১) ঈমান (২) নামাজ (৩) রোজা (৪) হজ্জ (৫) যাকাত। এগুলোকে ইসলামের ভিত্তি বলা হয়েছে কিন্তু এগুলোর মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ একথা বলা কোরআন হাদীসকে অযৌক্তিক বলারই নামান্তর।



www.nagorikpathagar.org

অনেকেই বলে থাকেন এগুলো হলেও জান্নাতে যাওয়া যাবে, আমি বলতে চাই (হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী) এগুলো না থেকে শুধুমাত্র ঈমানের কারণেও সর্বশেষে জান্নাতে যাওয়া যাবে, তবে জাহান্নামের আগুনে তাকে জ্বলতে হবে। আপনি কি প্রস্তুত জাহান্নামের লেলিহান শিখায় নিজের দেহকে নিক্ষেপ করতে? দুঃসাহসিকতা যদি দেখাতেই চান, তাহলে জলন্ত মোমবাতির উপর ৫ মিনিট হাত দিয়ে রাখেন, সম্ভব! কলিজা শিহরে উঠার কথা। সামান্য একটি মোমবাতির উপর যদি হাত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে কী করে ভাবতে পারলেন জাহান্নামের কথা! জান্নাতে একসময় যাওয়া যাবে, তবে এর আগে কী হবে?

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আপনি নরসিংদী থেকে ঢাকায় যাবেন আসা যাওয়ায় আপনার খরচ হবে দুইশত টাকা। কিন্তু কেউ কি শুধু দুইশত টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে? না বরং বলে বিপদ আপদের বিশ্বাস নেই! সামান্য ঢাকা যেতে যদি মজবুত প্রস্তুতি গ্রহণের চেষ্টা করেন, আখেরাতের অনন্ত জীবনে কার উপর ভরসা করে যাচ্ছেন? সেখানে নেক আমল ছাড়া তো আর কোন গ্রহণযোগ্য বিষয় নেই। কোরআনের বাণী:

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا-

"পড় তুমি তোমার আমলনামা তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।" (বনী ইসরাইল, ১৭:১৪)

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى-

"সে দিন মানুষরা বুঝতে পারবে, কিন্তু তার বুঝ সেদিন কী কাজে আসবে?" (সূরা ফাজর, ৮৯:২৩)

সুতরাং শুধুমাত্র নামাজ রোজার দোহাই দিয়ে বসে থাকার চেষ্টা করা শুভ লক্ষণ নয়।

**২২। আল্লাহ তো শুধু ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন:**

অবশ্যই, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাই ইবাদাত করার স্বার্থেই তো আপনাকে ইসলামী আন্দোলন করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কস্মিন কালেও আল্লাহর পুরো ইবাদাত করা সম্ভব নয়। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই আল্লাহর পূর্ণ ইবাদাতের পরিবেশ কায়েম হয়। এ বইয়েই 'ইবাদতের পর্যালোচনা' অংশে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

**২৩। ক্ষমতা চাওয়া হারাম:**

আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। **হাদীসের বাণী:**

اِنَّا لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ-

"যারা আমাদের কাজে পদের আকাংখা করে আমরা কখনও তা তাকে অর্পণ করি না।" তাই রাসূল (সঃ) এর বাণী দ্বারা প্রমাণিত, ক্ষমতা বা পদের লোভ



www.nagorikpathagar.org

থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। তাই ইসলামী আন্দোলন তার অভ্যন্তরীন নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে "পদের প্রতি লোভহীনতা" এর দিকে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কিন্তু জালিম শাহীর হাত থেকে মজলুম জনতার মুক্তি সাধনের লক্ষ্যে, ক্ষমতা চাওয়াকে কোন ভাবেই হারাম সাব্যস্ত করা যায় না, যদি সেখানে ব্যক্তিগত প্রভাব বা অহংকারের প্রতিপত্তি না থাকে। হযরত ইউসুফ (আঃ) তৎকালীন মিসরের বাদশাহর নিকট এই কারণেই ধন ভান্ডারের ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানিয়েছিলেন। **কোরআনের বাণী:**

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ-

"সে বলল (ইউসুফ আ.) আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ।" (ইউসুফ, ১২:৫৫)

সুতরাং খেয়ানতকারী ও অপকর্মের হোতা হিসেবে স্বীকৃত নেতাদের থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে এনে আমানতদার ও অভিজ্ঞ লোকদের হাতে তা অর্পণ করার চেষ্টা করা, হারাম তো হবেই না বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**২৪. ছাত্র জীবনে নয়, কর্মজীবনে করা যাবে:**

অনেকগুলো অজ্ঞতা প্রসূত অসার যুক্তির মধ্যে এটা অন্যতম। ছাত্র জীবনে আন্দোলন করা যাবে না, কর্মজীবনে করতে হবে এটা ইসলামের কোন শিক্ষা থেকে পাওয়া গেল? বরং এটা প্রমাণিত, যারা কর্মজীবনে গিয়েও ইসলামী আন্দোলনের ধার ধারে না, তারাই এই খোঁড়া যুক্তি ছাত্রদের নিকট উত্থাপন করে। ছাত্রজীবন বা কর্মজীবন এটা তো মানুষের পরিচালনার সুবিধার্থে মানুষই বিভাগ করেছে। ইসলাম কি আলাদা করেছে?

তাছাড়া আপনি ছাত্রাবস্থায় কোন অপরাধ করলে শুধু ছাত্র হওয়ার কারণে কি তা বিশেষ বিবেচনায় মাফ করে দেয়া হবে? আমরা কী চিন্তা করি আর ইসলাম কী বলে?

**হাদীসের বাণী:** اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ .....

"পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে গুরুত্ব দাও। (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে গুরুত্ব দাও। (তিরমিযী)

যেখানে ইসলাম বলে যৌবনকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য সেথায় কর্মজীবনের জন্য আন্দোলন বাকী রাখার সুযোগ তালাশ করা কতটা যুক্তিযুক্ত?

**হাদীসের বাণী:**



www.nagorikpathagar.org

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ!!!!!!

"সাত শ্রেণীর লোকদেরকে আরশের ছায়ায় স্থান দেয়া হবে, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে বেড়ে উঠে,.....। (বুখারী, ১৩৩৪)

এছাড়া হযরত আলী (রাঃ) ১০ বছর বয়সে, মাওয়াজ মুয়াজ (রাঃ) ১৫ বছর বয়সেই ইসলামের জন্য অনেক দুর্দমনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সেখান থেকে আমাদের জন্য কোন শিক্ষনীয় নেই? একটি বাস্তব ঘটনা, একজন কর্মজীবী আরেকজন ছাত্রকে পরামর্শ দিচ্ছেন, "ছাত্র জীবনে এসবের দরকার নেই।" ছাত্র প্রশ্ন করলেন, আপনি তো এখন কর্মজীবনে, ইসলামী আন্দোলনে আপনার বর্তমান ভূমিকা কেমন? তখন তো তিনি পুরো 'লা' জবাব।

**২৫। চেষ্টা করার পরও যদি ইসলামী রাষ্ট্র না হয়?**

এতে আপনার চিন্তা করার কোন কারণ নেই। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়া বা না হওয়ার পেছনে আপনার সফলতা নির্ভর করে না। আপনার সফলতা নির্ভর করবে আপনার চেষ্টার উপর। হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘ ৯৫০ বছর দ্বীনের জন্য কাজ করে (বিভিন্ন মতানুযায়ী) ১০০ এর উপরে লোক সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারেন নি। তাই বলে কি তিনি ব্যর্থ? না। কারণ, **কোরআনের বাণীঃ**

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى-

"মানুষের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করার নেই।" (নাজম, ৫৩:৩৯)

**হাদীসের বাণীঃ**

اِنَّ اللهَ لاَيَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ يَنْظُرُ الٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ-

"আল্লাহ তায়ালা কারো চেহারা বা অর্থ সম্পদের দিকে তাকান না, তিনি দেখেন তার অন্তর এবং কার্য প্রণালীর দিকে।" (মুসলিম)

উদাহরণঃ আপনি আজ ফজরের নামাজ পড়েছেন, কিন্তু তা কবুল হয়েছে কি না তা আপনি জানেন না, তাই বলে যেহেতু 'জানি না' এই কথা বলে যেমন নামাজ ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে কি না হবে তার চিন্তায় কাজ বন্ধ করার সুযোগ নেই।-নামাজ পড়ার সাথে সাথে তা কবুলের জন্য দোয়া করা যেমন আপনার কর্তব্য, অনুরূপ ইসলামী আন্দোলন করার সাথে সাথে তার জন্যও দোয়া করা আপনার কর্তব্য। কিন্তু হতাশ হওয়ার কারণ নেই। কেন না আপনি যে চেষ্টা করেছেন, তার ফলাফল অবশ্যই পাবেন।



www.nagorikpathagar.org

কোরআনের বাণীঃ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ-

"আর যে ব্যক্তি জিহাদ করে সে শুধুমাত্র তার নিজের লাভের জন্যই করে।" (আনকাবুত, ২৯:০৬)

**২৬। তাবলীগ করলেই চলে আন্দোলনের প্রয়োজন কী ?**

অবশ্যই তাবলীগ বা শুধু দ্বীনের প্রচার করলেই যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তো আন্দোলনের কোন প্রয়োজনই নেই। কিন্তু তাবলীগ জামায়াত ইসলামের জন্য যে কাজ করে তা মোটেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়, বাতিল শক্তি এটাকে কোন হুমকিও মনে করে না। তাই তাবলীগ করার জন্য আন্দোলনেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এটা কি ইসলামী সম্মত? ইসলামের দাওয়াতের অন্যতম দুটি দিক ১. সৎকাজের আদেশ ২. অসৎকাজের নিষেধ। অথচ তাবলীগ জামায়াতের কর্মসূচীর মাঝে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বিন্দুমাত্র নামগন্ধও নেই। রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ-

"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় দেখে সে যাতে হাত দিয়ে বাধা প্রদান করে, যদি সক্ষম না হয় যাতে মুখে বাধা দেয়, যদি সক্ষম না হয় যাতে অন্তরে ঘৃণা করে। আর এটা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।" (মুসলিম)

কিন্তু ধর্মহীন শিক্ষানীতি দেশে চালু করতে চায় সরকার, তাবলীগ কি এতে বাধা দেয়? কোরআনের উত্তরাধিকার নীতি পরিবর্তন করতে চায় এর একটি প্রতিবাদও কি তারা করে? দেশে অনেক হত্যাযজ্ঞ, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারা কি কোন প্রতিবাদ করে? তাহলে কেনই বা কায়েমী শক্তি তাদের বাধা দিবে? বরং কায়েমী শক্তি এটা খুব ভালো করে কামনা করে, দেশের সব মানুষ তাবলীগের মত ভালো হয়ে যাক, সবাই মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহ তায়ালার সুউচ্চ জিকরে ব্যস্ত থাকুক আর যাতে করে দুনিয়ার সব শয়তানী, আর কোরআন বিরোধী কার্যক্রম তারা নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারে। এজন্য "তাবলীগ করলেই চলে, ইসলামী আন্দোলন লাগবে না।" এটা ইসলামকে পরাজিত করার জঘন্য কৌশল মাত্র।

তাবলীগ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে এটাই যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হতো, তাহলে যুগে যুগে নবী রাসূলদের অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন ছিল না। অনেকে আবার এটাকে 'হিকমত' বলে অভিহিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। মনের অজান্তেই তখন হেসে উঠি; আল্লাহ তায়ালা কেন তার প্রিয় নবী রাসূলগণকে এই হিকমত শিক্ষা দিলেন না? আবার অনেকে বলেন, 'তাবলীগের' কথা কোরআনে আছে। ভালো কথা, কোথায়? বলা হয় يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ..... "হে রাসূল আপনি (তাবলীগ) প্রচার করুন।" (মায়েদা, ০৫:৬৭)



www.nagorikpathagar.org

কোরআনে যে তাবলীগের কথা বলা হয়েছে এটাই কি প্রচলিত তাবলীগ? তাহলে তো কোরআনে বলা হয়েছে, "মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে" তাই বলে আপনার, আমার নাম 'মুমিন' রাখলেই কি সফল হওয়া যাবে? অজ্ঞতারও একটি সীমা থাকার প্রয়োজন।

**২৭। বর্তমান রাজনীতি কি রাসূল (সঃ) এর রাজনীতির মত হবে ?**

ইসলামী আন্দোলনের ভাইয়েরা যদি বলেন, স্বয়ং রাসূল (সঃ) রাজনীতি করেছেন, তাই রাজনীতি করতে হবে। তৎক্ষনাৎ কিছু হতবুদ্ধির লোক বলে উঠে, উ! কোথায় রাসূলের রাজনীতি আর কোথায় বর্তমান রাজনীতি! এতে আন্দোলনের ভাইয়েরা একটু বিচলিত হয়ে যান। কিন্তু ঐ হতবুদ্ধির লোককে যদি আমি প্রশ্ন করি, রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ-

"আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ, ঠিক সেভাবে নামাজ পড়"

রাসূল (সঃ) যে তাকওয়া, ধীরস্থিরতা, আর ইখলাছ নিয়ে নামাজ পড়েছেন তা কি আপনি পারেন? এখন কি তাহলে নামাজ ছেড়ে দিবেন? আপনি বলবেন, চেষ্টা করি দেখি যতটুকু হয়। তাহলে রাজনীতির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। রাসূল (সঃ) যে অসাধারণ গুনে তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কারো পক্ষে তাঁর মতো এত সুন্দর করে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো তা অনুসরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। কোরআনের বাণীঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّاوُسْعَهَا-

"আল্লাহ তায়ালা কারো উপরে তার সাধ্যের বাহিরে বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (বাকারাহ, ০২:২৮৬)

**২৮। ব্যবসা বাণিজ্য সহ নানাবিধ ব্যস্ততাঃ**

অনেকেই এ যুক্তির বাহানা দিয়ে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন। তারা প্রায়ই বলে থাকেন, এগুলো করা দরকার কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য, পারিবারিক ব্যস্ততা, চাকুরী সহ নানাবিধ ব্যস্ততার কারণে করতে পারি না। আপনিও কি তার অন্তর্ভূক্ত? আপনি ২৪ ঘন্টার মাঝে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ১২-১৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে থাকেন, চাকুরী স্থলে ১০ ঘন্টা সময় ব্যয় করেন, টিউশনি এক ব্যাচ শেষ করে অপর ব্যাচ পড়াতে পারেন, একই সাথে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে নিজের অর্থনৈতিক চাকাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে যারপর নাই চেষ্টা করেন, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিদিন দেড়, দুই ঘন্টা সময় দেয়ার মত সুযোগ আপনি পান না, তার মানে কি আপনি দুনিয়াকে নিয়েই সন্তুষ্ট? আখেরাতের ব্যাপারে কি আপনি টেনশন মুক্ত? আজ রাতে আপনার মৃত্যু হবে না, এমন নিশ্চয়তা কি আছে আপনার নিকট?



www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুর সাথে সাথেই তো সব সম্পদ আপনার জন্য অকার্যকর প্রমাণিত হবে। সুতরাং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কী সংগ্রহ করেছেন, তা ভেবে দেখা দরকার।

কোরআনের বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কী প্রেরণ করেছে?" (হাশর, ৫৯:১৮)

তাই বলে ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা দুনিয়ার অন্য কোন কাজ করা যাবে না, বিষয়টি কিন্তু তা নয়। তা করা যাবে, কিন্তু কস্মিন কালেও তা ইসলামী আন্দোলনের চাইতে প্রাধান্য পেতে পারে না। ইতপূর্বে সূরা তাওবাহর ২৪নং আয়াতের উদ্বৃতি দ্বারা তা বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে। আর এমন ব্যবসা করারও সুযোগ নেই যা আল্লাহ তায়ালার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

**কোরআনের বাণী:**

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

"সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর যিকর, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিন কে ভয় করে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।" (নূর, ২৪:৩৭)

তাছাড়া শুধুমাত্র অর্থের পেছনে দৌড়ালেই জীবন সমৃদ্ধ হয়ে যাবে, সন্তানকে মানুষের মত মানুষ বানানো যাবে তা নিতান্তই ভুল। বরং নিজের চেষ্টা করার সাথে সাথে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করলে আল্লাহ তায়ালা অভাবনীয় দিক থেকে সহযোগিতা করবেন।

**কোরআনের বাণী:**

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।" (তালাক, ৬৫:০২,০৩)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

"আর যদি জনপদ সমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমীন থেকে বরকতের দরজা সমূহ খুলে দিতাম।" (আ'রাফ, ০৭:৯৬)



www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তায়ালার পথে ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে সময় ব্যয়ের কারণে নগদ ব্যবসা বাণিজ্যে যদি কিছু ঘাটতিও দেখা দেয়, তবুও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পূর্বের চেয়ে বেশী সহযোগিতা পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ।

**হাদীসের বাণীঃ**

عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا. وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. وَاِذَا اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"হযরত আনাস (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ বলেছেনঃ বান্দাহ যখন আমার দিকে এক বিঘৎ পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার কাছে পায়ে হেঁটে আসে, আমি তার কাছে ছুটে চলে যাই। (বুখারী)

**শেষকথা ঃ** সম্মানিত পাঠক, আসুন কুণ্ঠিত হৃদয়কে প্রসারিত করি, বিবেকের বন্ধ দুয়ারকে সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দেই। যুক্তি আর অজুহাতের সংকীর্ণ গন্ডিতে আবদ্ধ হওয়ার কারণেই, ইসলাম বিরোধী শক্তি ধর্মহীনতা আর জাতীয়তাবাদের ছড়ি আমাদের মাথার উপর দম্ভ করে ঘুরাবার সুযোগ পেয়েছে। অথচ আমরা মুসলিম! শাশ্বত বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন আমাদের কাছে থাকার পরও কেন আমাদের এই দুর্দশা হবে? আমরা মুসলিম তরুণরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না!! আমরা কি নতুন করে শপথ বদ্ধ হতে পারি না? শাহাদাতের তীব্র বাসনা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার কথা ছিল। কারণ আমরা তো খাব্বাব (রাঃ), খুবাইব (রাঃ) আর সেই বিলাল (রাঃ) এর উত্তরসূরী যিনি উত্তপ্ত বালির উপর পাথর চাপা পড়ে থাকাকে হাসি মুখে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু বাতিল শক্তি তাঁর মুখের 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ কেড়ে নিতে পারেনি।

আজ আমাদের এই দেশে "বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী" ও "ছাত্রশিবির" দ্বীন প্রতিষ্ঠার সেই ভূমিকা পালনের জন্য বদ্ধপরিকর। ১৩৯ জন শিবির নেতা কর্মী জীবন দিয়েছে, প্রয়োজনে আরো হাজার হাজার জীবন দিবে, তারপরও তারা বাতিল শক্তির নিকট মাথা নত করবে না। এই চেতনা নিয়ে যারা এগিয়ে যাবে, গোটা বিশ্ব সম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়েও তাদেরকে দমন করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ! কোরআনের বাণীঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"মনমরা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।" (আলে ইমরান, ০৩:১৩৯)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সত্যিকারের মুমিন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥



www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সাবেক ছাত্রনেতা
## মু. আতাউর রহমান সরকার
রচিত ও সম্পাদিত

সংগ্রহে
রাখার মত
তথ্য সমৃদ্ধ
বই

দাম- ৮০টাকা

দাম- ৪০ টাকা

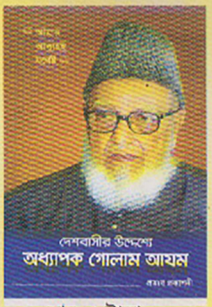

দাম- ৬ টাকা

৩টি ১০০ টাকা

সংগঠনের রুকন, কর্মী, সাথী, সদস্য,
স্কুল সিলেবাসের যাবতীয় বই,
কুরআন ও হাদিস গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ: ০১৬৮৪৫১১৬৬৮

আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরীতে যোগাযোগ করুন

দাম- ৬ টাকা


সৃজনশীল বই প্রকাশক ও বিক্রেতা
**প্রত্যয় প্রকাশনী**
৬৫ নিউ সার্কুলার রোড (৪র্থ তলা), মগবাজার চৌরাস্তা, ঢাকা
টেলি ও ফ্যাক্স: ৯৩৩৯২৪৬, ০১৬৮৪ ৫১১৬৬৮

e-mail : prottoyprokashoni@gmail.com